মহাজন পদাবলী সিরিজ —

গোবিন্দদাস পদাবলী

য় দে, বি-এল সম্পাদিত

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক
শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য এম, এ কর্ত্তৃক
সংশোধিত ও পরিবর্ধিত

ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী
১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

প্রথম মুদ্রণ

শ্রীশ্রী৺রথযাত্রা
সন ১৩৫১ সাল]

[দাম দেড় টাকা ।

কলিকাতা ১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীটস্থ 'ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী' হইতে
শ্রীধনঞ্জয় দে কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ৭৯এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটস্থ 'ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস' হইতে
শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

প্রায় তিন বৎসর কালাধিক আমরা বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস কবিরাজের পদাবলী সংকলন প্রকাশের বাসনা মনমধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার হেতু আমাদের উপরি উক্ত আশা ইতিপূর্বে পরিপূরণ হয় নাই। ভগবদ্ কৃপায় আমরা আমাদের সঙ্কলিত 'গোবিন্দদাস পদাবলী' প্রকাশে সক্ষম হইয়াছি। পদাবলী প্রকাশিত হইল সত্য, কিন্তু এই সংস্করণ যে রসগ্রাহী সুধীবৃন্দের মনরঞ্জনে সর্বতোভাবে সমর্থ হইবে সে দাবী আমরা আদৌ করি না। কারণ, আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি যে আমাদের দোষ ত্রুটির অন্ত নাই। আমাদের দোষ ত্রুটিগুলি আমরা নিম্নে বিশ্লেষণ করিলাম।

বৈষ্ণব পদ রচয়িতা গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রজবুলির প্রচলনে পদ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণব পদ রচয়িতাগণের ন্যায় 'গোবিন্দদাস' নামধারী একাধিক কবির পরিচয় আমরা পাই। আবার অনেকের মতে 'গোবিন্দদাস' বাংলার কবি নহেন, মিথিলার কবি। যাহা হোক্, আমরা 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' গ্রন্থের নির্দেশে বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস কবিরাজ বিরচিত চারি শতাধিক পদাবলীর মধ্য হইতে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মাত্র বহু প্রচলিত তিন শত পদ সন্নিবেশ করিলাম। ইচ্ছা রহিল পরবর্তী সংস্করণে কবির রচিত বাকি পদগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানিকে স্বয়ংপূর্ণ করিব। এক্ষণে এই তিনশত পদ রসলিপ্সু ভক্তগণের কথঞ্চিত তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হইলে আমরাও কথঞ্চিৎ সার্থকবোধ করিব।

আর এক কথা, এই পুস্তকে সন্নিবেশিত পদাবলীগুলি আমরা যে যে ভাবাংশে সন্নিবেশিত করিলাম তাহাতে দোষ ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়। সহৃদয় পাঠকগণ যদ্যপি আমাদের দোষ ত্রুটিগুলি নির্দেশ করিয়া দেন তাহা হইলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা আমাদের ত্রুটি সংশোধনে যত্নবান্ হইব এবং পাঠক-জন-সমাজে চিরকৃতজ্ঞ পাশে আবদ্ধ থাকিব।

পরিশেষে অপর একটি বিষয়ে আমাদের অক্ষমতার বিবরণী দিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। আমরা বিবিধ পদাবলী সংকলনে দেখিতে পাই যে, পদাবলীগুলির শব্দার্থ বা ব্যাখ্যা এবং স্থানবিশেষে পাঠভেদ সেই সকল সংকলিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের সংকলিত বর্তমান সংস্করণে সেরূপ কোন কিছুই প্রদত্ত হইল না। কারণ, এইরূপ ক্ষুদ্রাকারের পুস্তকে বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও পাঠান্তর প্রদান করা প্রথমতঃ

সহজসাধ্য নয়, দ্বিতীয়তঃ সেরূপ ব্যাখ্যা ও পাঠান্তর প্রদানে গ্রন্থের কলেবর ও মূল্যবৃদ্ধি হয় এবং সাধারণ রসগ্রাহী পাঠকের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষও হয়। সেই হেতু বর্ত্তমান সংস্করণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পাঠভেদ ও ব্যাখ্যা বাদ দিয়াই এই পদাবলী প্রকাশ ও মুদ্রণ করিলাম। তবে আমরা ইহা বলিতে পারি এবং রসলিপ্সু পাঠকবর্গও অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, পদাবলীগুলির ভাষা ও ভাব এমন কিছু দুরুহ বা কষ্টকল্পিত নয় যাহা বুঝিতে বা যাহার ভাব আস্বাদন করিতে পাঠকসমাজকে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহা সত্বেও আমাদের একান্ত ইচ্ছা রহিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে এই গ্রন্থ-খানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও স্বয়ংপূর্ণ করিবার মানসে আমরা প্রতিটি পদের ব্যাখ্যা ও আবশ্যক স্থলে বিভিন্ন পাঠভেদ প্রদান করিয়া বিদ্বজ্জন ও পাঠকবৃন্দ সকাশে উপস্থাপিত করিব। আশা করি, আমাদের অনিচ্ছাকৃত বর্ত্তমান ত্রুটি ও বিচ্যুতি পাঠকসমাজ ও সুধীবৃন্দ ততটা দোষনীয় মনে করিবেন না।

শ্রীশ্রী৺রথযাত্রা
১৩৫১ সাল।

ইতি—
'সম্পাদক'

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

পদ	পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা

সমাপ্ত।

গোবিন্দদাস পদাবলী

বন্দনা

চম্পক শোণ, কুসুম কনকাচল,
জিতল গৌরতনুলাবণী রে।
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব,
জগমনমোহন ভাঙনী রে॥ ধ্রু॥
জয় শচী-নন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন,
কলিযুগ-কাল-ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে॥ ধ্রু॥
বিপুল পুলক কুল, আকুল কলেবর,
গর গর অন্তরে প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনী, গদ গদ ভাষণী,
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ-রসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত,
গায়ত কত কত ভকতহিঁ মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥ ১

বেলোয়ার

জয় জগতারণকারণ ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ নাম॥ ধ্রু॥
ডগমগ লোচন- কমল ঢুলায়ত,
সহজে অথির গতি জতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই
গৌর প্রেমভরে চলই না পার॥
গদ গদ আধ, মধুর বচনামৃত,
লহু লহু হাস-বিকশিত গণ্ড
পাষণ্ড খণ্ডন, শ্রীভুজমণ্ডন,
কনকখচিত অবলম্বন দণ্ড
কলিযুগ-কাল, ভুজঙ্গম দংশল,
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেম-সুধারস, জগ ভরি বরিখল,
গোবিন্দদাসকে কাঁহে উপেখি॥ ২

গৌরী

নন্দনন্দন, গোপীজনবল্লভ,
রাধানায়ক নাগর শ্যাম
সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর,
সুর মুনিগণ-মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা, কান্তি কলেবর,
জয় জয় প্রেয়সী ভাববিনোদ।
জয় ব্রজসহচরী, লোচন মঙ্গল,
নদীয়া-বধূজন-নয়ন-আমোদ
জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম সুবলার্জ্জুন,
প্রেমপ্রবর্দ্ধন নবঘনরূপ।
জয় রামাদি সুন্দর, প্রিয় সহচর,
জয় জয় মোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল, বলরাম প্রিয়ানুজ,
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ ভয়-ভঞ্জন,
গোবিন্দদাস আশ অনুবন্ধ॥
জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম
দীনহীন-তারণ, প্রেম-রসায়ন,
ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু
কাঞ্চনবরণ, হরণ তনু সুললিত,
কৌষিক বসন বিরাজে

প্রেম নাম কহি, কহত ভাগবতে,
ঐছে বরণ তনু সাজে ॥
নিজ নিজ ভকত, পারিষদ সঙ্গতি,
প্রকটহি চরণারবিন্দ।
নিরবধি বদনে, নাম বিরাজিত,
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
যুগল-ভজন-গুণ- লীলা আস্বাদন,
গ্রন্থ কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনে অধমে, শরণ কো দেয়ব,
গোবিন্দদাস অনাথে ॥ ৩

সুহই

জয় জয় যদুকুলজলনিধি চন্দ্র।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দকন্দ ॥
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
সুধই সুধাময় মুরলী-বিলাস।
জগজনমোহন মধুরিম হাস ॥
অবনী বিলম্বিত বনি বনবাল।
মধুকর ঝঙ্করু তহি রসাল ॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ ॥
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥ ৪

শ্রীরাগ

জয় জয় জগজনলোচন-ফান্দ।
রাধারমণ বৃন্দাবন-চাঁন্দ ॥ ধ্রু ॥
অভিনব নীল, জলদ তনু ঢল ঢল,
পিঞ্ছ মুকুট শিরে সাজনী রে।
কাঞ্চন বসন, রতনময় আভরণ,
নূপুর রণরণি বাজনী রে ॥
ইন্দীবরযুগ, সুভগ বিলোচন,
অঞ্চল চঞ্চল কুসুমশরে।
অবিচল কুল, রমণীগণ মানস,
জরজর অন্তরে মদন-ভরে ॥
বনি বনমাল, আজানুলম্বিত,
পরিমলে অলিকুল মাতি-রহু।
বিম্বাধর পরে, মোহন মুরলী,
গাওত গোবিন্দদাস পহু ॥ ৫

শ্রীরাগ

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতং
ব্রজবনিতা-কুচকুঙ্কুমললিতম্।
বন্দে গিরিবরধরপদকমলং
কমলাকমলাঞ্চিতমমলম্ ॥ ধ্রু ॥
মঞ্জুলমণিনূপুররমণীয়ং
অচপলকুলরমণীকমনীয়ম্।
অতিলোহিতমতিরোহিতভাবং
মধুমধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্ ॥ ৬

পূর্ব্বরাগ

আজু যো পেখলু গোরী কিশোর।
ত্রিভুবন থির বিজুরি কিয়ে জোর ॥ ধ্রু ॥
ভোগী ভোগপর, কনয়া সরোরুহ,
তথি পর খঞ্জন-খেলা।
বিধুন্তুদ-ভানুক, কবলে মদন-ধনু,
দরশনে মনমথ গেলা ॥
শুক নব হেরি, বিম্বপর ধাবত,
মোতিম দেখি মন-ভঙ্গে।
শ্রবণে না শোহত, দোই রজনীকর,
তারক বেঢ়ল অঙ্গে ॥
কনয়-ধরাধর, কুছযুগ মন্থর,
কেশরি-পতি-গতি থোর।
রণিত মনোহর, পদযুগ-নূপুর,
গোবিন্দদাস তহি ভোর ॥ ৭

বরাড়ী
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।
তুয়া মঞ্জরী রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গৌর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাহাঁ তুহু গোরী আরাধলি কান।
জানলু রাই তোহে মন মান॥
স্বামীর শয়নমন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতিকর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলী-নিশান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন বচন নাহি শুনই॥
ঐছন মরম যতহু অভিলাষ।
কতহু নিবেদিব গোবিন্দদাস॥ ৮

ভুড়ি

সজল জলদ, অঙ্গ মনোহর,
ছটায়ে চাহিল নহে।
ঈষত হাসিয়া, মনের আকুতি,
অরুণ নয়ানে কহে॥
আজু কি পেখলু, বিনোদ নাগর,
কেলি-কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে, আঁখির লাজ,
ভাসিল আনন্দ-জলে॥
বৌল-মাল দিয়া, কুন্তল টানিয়া,
মউর-পুচ্ছের ছান্দে।
রঙ্গিনী লোচন, খঞ্জন বান্ধিতে,
পাতিল বিষম ফান্দে॥
মকর-কুণ্ডল, সঙ্গে দোলয়ে,
গণ্ড দরপণ-ভানে।
ভালে সে মদন, তাহে বিম্বিত,
গোবিন্দদাস অনুমানে॥ ৯

সিন্ধুড়া

মত্ত মউর-শিখণ্ডক-মণ্ডিত
চূড়ায়ে মালতী মাল।
পরিমলে মাতি পাঁতি মত মধুকর,
গুঞ্জরে তাহি রসাল॥
সজনি পেখলু বরজ-কিশোর।
পিবইতে বদন-সুধাকর-মাধুরী,
মাতল নয়ন-চকোর॥ ধ্রু॥
নীল জলদ তনু ভাঙু মদন ধনু,
নয়ন-কমল পাঁচ বাণে।
জরজর অন্তর কুলবতী-গৌরব
সংশয় রহল পরাণে॥
মদন-মকর যনু মণিময় কুণ্ডল,
টলমল দোলত কানে।
হেরইতে জগ-মন-মীন গরাসয়ে,
গোবিন্দদাস পরমাণে॥ ১০

বরাড়ী

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজনলোচন অমিয়া স্বরূপ॥ ধ্রু॥
রূপ চাহি গুণ নহে উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শুন॥
সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ।
হাম বলি যাঙ তুয়া মুখচন্দ॥
তবহু সফল দিন মোর।
রাই লিউ অব যব কানুক কোর॥
হাম পৈঠব কালিন্দী-বারি।
তবহু পূরব মনোরথ তোরি॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥

গোবিন্দদাস ভালে জান।
কানুক জ্বলত পরাণ ॥ ১১

নবোঢ়া

পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥
অনুনয় করইতে অবনতবয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়াণ ॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারইতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গৌরী
দেই রতন পুন লেয়ল চোরি ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥ ১২

গান্ধার

কালিয়দমন দীননাহ।
কালিন্দী-কুল কদম্বক ছাহ ॥ ধ্রু ॥
কত কত ব্রজ নব বালা।
পেখলু জনু থির বিজরীক মালা ॥
তোহে কহো সুবল সাঙ্গাতি।
তবধরি হাম না জানি দিবা রাতি।
তহিঁ ধনি মণি দুই চারি।
তহি মনোমোহিনী এক নারী ॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি ॥
অনুখণ তহিত সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি ॥

দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নবলেহা ॥ ১৩

রতন-মন্দির মাহা, বৈঠল সুন্দরী,
সখী লয়ে পরচায়।
হসইতে খসয়ে, কত যে মণি মোতিব,
দশন কিরণ আবছায় ॥
শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।
সো বরনারী, হামারি মন বারণ,
বান্ধল কুচগিরিমাঝ ॥ ধ্রু ॥
মঝু মুখ হেরি, ভরম-ভরে সুন্দরী,
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষ- বিশিখে তনু জরজর,
জীবনে না বান্ধই থেহা ॥
করে কর জোরি, মোরি তনু সুন্দরী,
মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণ, তেঁই নন্দনন্দন,
দোলত মদন-হিলোর ॥ ১৪

বরাড়ী

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ ॥
এ ধনি মোহে না করু অরু ছন্দ।
জানল ভেটলি শ্যামর চন্দ ॥ ধ্রু ॥
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই ॥
যতনে নিবারসি নয়ানক লোল।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল ॥
আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত ॥

দূরে রহু গুরুজন-গৌরব লাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥ ১৫

গান্ধার

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন,
মোহন চরণ-সাজ।
অরুণ নয়ন গতি, বিজুরী চমক জিতি,
দগধল কুলবতী-লাজ ॥
সজনি যাইতে পেখলু কান।
তবধরি জগভরি, ভরল কুসুম-শব,
নয়ানে না হেরিয়ে আন ॥ ধ্রু ॥
মঝু মুখ দরশি, বিহসি তনু মোড়ই,
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন, মনোরথ আকুল,
কিশলয়-দলে করু দংশ ॥
অতয়ে সে মঝু মন, জ্বলতহি অনুখণ,
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস, মিছাই আশোয়াস,
তবহু না মিলল কান ॥ ১৬

ধানশী

চূড়ক-চূড়, ময়ূর শিখণ্ডক,
মণ্ডিত মালতীমালে।
সৌরভে উনমত, ভ্রমরা-ভ্রমরী কত,
চৌদিকে করত ঝঙ্কারে ॥
সজনি কো কহে কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্বতলে, সো রতি-নায়ক,
পেখলু নটবরভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
কতহু বিষম শর, নয়ন তূণ ভর,
সঞ্চরু ভাঙ কামানে।
নাগরী নারী, মরম-মাহা হানই,
লেখই না পারই আনে ॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল, মণিময় কুণ্ডল,
দোলত মকর আকার।
গোবিন্দদাস, অতয়ে অনুমানল,
মদনমোহন অবতার ॥ ১৭

শ্রীরাগ

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর ॥
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ানে।
হানত অতয়ে কুসুম-শর বাণে ॥
এ সখি কাহে ভেটল নন্দনন্দন।
মন্দর গহন দহন ভেল চন্দন ॥
তৈখনে দক্ষিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম ॥
সাজহ শেজ কমলদল পাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ শাতি ॥
তাহি রহল মন লোচন লাগি।
ধৈরয লাজ গেল দুহু ভাগি ॥
কি ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ মিলব কান ॥ ১৮

বালা-ধানশী

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু-তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ-যুগ চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উৎপলবন ভরই ॥

যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহে মুগধল কান।
চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান॥ ১৯

ধানশী

সুন্দরি তুহু বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত,
জীবইতে সংশয় কান॥ ধ্রু॥
বৈঠলি তরুতলে, পন্থ নেহারই,
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
"রাই" "রাই" করি, সঘনে জপয়ে হরি,
তুয়া ভাবে তরু দেয় কোর॥
শীতল নলিনীদল, তাহে মলয়ানিল,
আগোরে লেপই অঙ্গ
চমকি চমকি হরি, উঠত কত বেরি,
হানত মদন-তরঙ্গ॥
চলহ বিপিনে ধনি, রমণী শিরোমণি,
ঝাট করি ভেটহ কান।
গোবিন্দদাসের বাণী, তুরিতে চলহ ধনি,
কানু ভেল বহুত নিদান॥ ২০

শ্রীরাগ

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ নয়ানবাণে॥
সই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়া নগরে,
নাগরী না রবে ঘরে॥ ধ্রু॥
রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইনু
পরাণ রহিবার নয়॥
কোন্ পুণ্যবতী যুবতী ইহার
বুঝয়ে রসবিলাস।
তাহার চরণে হৃদয় ধরিয়া
কহয়ে গোবিন্দদাস॥ ২১

ীরাগ

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজয়ে নূপুর পায়
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়নে চায়
কালিন্দীকূলে কি পেখনু সই
ছলিয়া নাগর কান
ঘর মু যাইতে নারিনু সই
আকুল করিল প্রাণ
চাঁদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাঁশরী
মধুর মধুর গায়॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি-কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল
পিন্ধন পিঙল বাস
রাঙ্গা উৎপল চরণযুগল
নিছনি গোবিন্দদাস॥ ২২

শ্রীরাগ

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়

ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মূরছা পায় ॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিমাণ
দাস গোবিন্দে কয় ॥ ২৩

"রা" কহি "ধা" পহু কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুষমণি, লোটায় ধরণী পুনি
কো কহ আরতি ওর ॥
গোবিন্দদাস তুয়া, চরণে নিবেদল
কানুক ঐছে সম্বাদ।
নিচয়ে আনহ, তছু দুঃখ খণ্ডক,
কেবল তুয়া পরসাদ ॥ ২৪

আড়ানা

কাঞ্চন-যূথী কুসুম লই গোরি।
নিরমই মূরতি যতন করি তোরি
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনু তাপে ভসম ভই যায় ॥
শুন শুন এ বৃষভানু-কুমারী।
তুয়া বরহানলে জ্বলত মুরারি
ঝামর নীল-উৎপল-দল অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে নয়ন-তরঙ্গ ॥
বিগলিত মুরলী কুরলি রহু দূর।
অনুখণ মদন দহন পরিপূর।
বিছুরল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি।
সহচরে মেলি মরত জীউ কাটি ॥
জীউ রহত অব তুয়া রস আশে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে ॥ ২৫

শ্রীকৃষ্ণের দশ দশা

সুহই

চম্পকদাম হেরি, চিত অতি কম্পিত,
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর, জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥
বৃষভানুনন্দিনী, জাগয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী
স্বপনে না পাতয়ে কান ॥

গহন বিরহক লাগি।
রজনী পোহায়ই জাগি ॥
করতহি তোহারি ধেয়ান।
তো বিনে আকুল কান ॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোর ॥

সো রস পরশ না পাই।
মুরছিত ধরণী লোটাই॥
মনমহা মদন-তরঙ্গ।
ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ॥
কহতহি গদ গদ ভাষ।
না বুঝল গোবিন্দদাস॥ ২৬

আড়ানা

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শুতি রহল হরি কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি।
তবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি॥
সুন্দরি ইথে নাহি কহ আন ছন্দ।
তাহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ॥
যোই নয়ান-ভঙ্গী না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে শ্রবে লোর-তরঙ্গ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীর্ঘ নিশ্বাস॥
বিদ্যাপতি কহ মিছ নহ ভাতি।
গোবিন্দদাস রহু তহি কৃত সাথি॥ ২৭

ধানশী

না করি শিরে দেঙ হাত।
অন্তর জরজর, দ্বিগুণ উতাপই,
শুনইতে কানুক বাত॥ ধ্রু॥
পহিলে নয়ন মন, তুহুক গমন ধনী,
তেসর চিত পরাণ।
* * *
পিরীতি পরম, দারুণ অব জানলু,
পরশিতে বিঘটিল অঙ্গ।
ও তিন আখর, মনে যদি রাখসি,
স্বপনে করসি যদি সঙ্গ॥
বিরহ-বিখানলে, জ্বলত কলেবর,
সঘনে লুঠই মহী-পঙ্ক।
তুহু রমণী-মণি, তোহে চড়য়ে ধনি,
কানু-বধ বিপুল কলঙ্ক॥
সব সখী মেলি, কতহু আশোয়াসলি,
বেদন কোই ন জান।
গোবিন্দদাস কহ, তুহারি পরশ পণ,
নহে কৈছে রহত পরাণ॥ ২৮

ধানশী

নন্দন-নন্দন, রাজ-ভূষণ,
নয়ন সুখময় শেজ।
কি খনে তুয়া সনে, লেহ কয়ল হে,
সে সব দূরহি তেজ॥
শুন বৃষভানু-নন্দিনী রাই।
অবলা-মণ্ডলে, কিরীতি রাখলি,
ভাল মতি সে বিথাই॥ ধ্রু॥
যে তুহু তাকর, বিরস আনত,
হেরি মূরছিত ভেল।
কৈছে পামরি, বচন ঐছন,
নিদয় অন্তর-শেল॥
তুহারি নাগর, ধূলি-ধূসর,
সে নাহি লাগয়ে তোয়।
বাম করতলে, বদন লম্বিত,
ধরণী লিখি লিখি রোয়॥
যে জন তুহু জন- বেদন নাহি জানে
তাকর অন্তর জান।
রায় রামচন্দ্র, বচন মানহ,
দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ২৯

কেদার

ধরি সখি আঁচল ভই উপচঙ্ক।
বৈঠি না বৈঠয়ে হরি পরিষঙ্ক॥

চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবধ মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি কোঙারী॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়নজল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি॥
শুতলি ভীত পুতলী সম গোরী।
চিত নলিনী অলি রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপক কূপে মগন ভেল কান॥ ৩০

কেদার

সৌরভে আগরি, রাই সুনাগরী,
কনকলতা সম সাজ।
হরি চন্দন বলি, কোরে আগোরল,
কুঞ্জে ভুজঙ্গরাজ॥
অব কিয়ে করব উপায়।
কাল-ভুজঙ্গ কোরে, ছোড়ি মুগধ সখী,
যুগমন যুকতি না যায়॥ ধ্রু॥
চন্দ্রক চারু, কণাগণ মণ্ডিত,
বিষমারুণ দীঠ।
রাইক অধর, লুবধ অনুমানিয়ে,
দশনক দংশন মীঠ॥
এক সন্দেহ, শীতকে ভীতহি,
পুলকিনী কাঁপই রাই।
গোবিন্দদাস কহ, মেলি সবহু সখী,
বুঝই সব অবগাই॥ ৩১

সুহই

সহজে অনঙ্গ, ভুজঙ্গমে দংশল
মঝু মন মলয় সমীরে।

তুয়া শীতল দিঠি, কমলে জুড়ায়ত,
কাজর গরল সখি রে॥
হরি হরি তোহে কি দেখিব রাধে।
যাঁহা যাঁহা জীবইতে, ধায়ে তপত-জন,
তাঁহা তাঁহা বিহি করু বাধে॥ ধ্রু॥
ভাগে পড়ল কুচ, তুহিন ধরাধরে,
মুরুছত তেঁ পুন জীব।
তাঁহা পরে উজোর, হার-ভুজঙ্গমবর,
বেণী-ভুজঙ্গিনী পিব॥
অধর সুধা-কন, শ্বাস সমীরণ,
দশন-কিরণ মণিরাজ।
জীবন রাখইতে, মণি-মন্ত্র মহৌষধি,
গোবিন্দদাস কহ কাজ॥ ৩২

ধানশী

তুয়া মুখ-চন্দ কোটি জিনি শোভিব,
শোভিত কানু-চকোর।
ও মুখ-কমলে চপল মন বুড়ল,
তাহে কি ভ্রমর অলি ভোর॥
সুন্দরি উপেখবি দারুণ লাজ।
মনমথ-মন্ত্র পঢ়ায়বি নিরজনে,
ইথে বিহি মিলায়ল কাজ॥ ধ্রু॥
গিরিবর-তুঙ্গ-রঙ্গে তুহু অভিসর,
মদন-গেহ দরশাব।
যাঁহা মনমব-ধব রহত নিরন্তর,
মলয়ানিল-গণ ধাব॥
বদনক চীর থির কর সুন্দরি,
হৃদি উদ্‌ঘাটহ বাণ।
তুহুক হৃদয় অব এক করি জোড়,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৩৩

শ্রীমতীর দশ দশা

কড়ুখা

তুয়া অপরূপ, রূপ হেরি দূরসঞে,
লোচন মন দুহু ধাব।
পরশক লাগি, জাগি তনু অন্তর,
জীবন রহ কিয়ে যাব॥
মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী।
প্রেম আগেয়ান, দহনে ধনি-পৈঠলি,
জনু তনু দহত পতঙ্গী॥ ধ্রু॥
কহত সম্বাদ, কহই না পারই,
কৈছে বিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী, শয়নে কত মেটব,
সুতনু অতনুশর জ্বালা॥
কালিন্দী-কুল, কদম্ব-কানন,
নামে নয়ানে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব,
কৈছে জীবে বরনারী॥ ৩৪

বরাড়ী

মাধব ধৈরয না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী, অন্তর জরজর,
মানস মিলন শমনে॥ ধ্রু॥
ধূলি-ধূসর ধনী, ধৈরয না ধর,
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকত কবরীভার, হার তেয়াগল,
তাপিত ভূষিত পরাণে॥
বিগলিত অম্বর, সম্বর নহে ধনী,
সুরসুতা স্রবে নয়ানে।
কমলজ কমলেই, কমলজ ঝাঁপল,
সোই নয়ন বর বয়ানে॥
মা বোলই ধনী, ধরণীতলে মুরছনি,
প্রাণ প্রবোধ না মানে।
ঝহই চতুরা ধনী, আর কিয়ে হোয় জানি,
গোবিন্দদাস পরমাণে॥ ৩৫

ধানশী

কাঞ্চন গোরী, ভেরী বৃন্দাবনে,
খেলই সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠি মিঠি, গরলে তনু জারল,
তৈখনে শ্যামরী ভেলি॥
মাধব নো অবিচার কুলরামা।
মরমহি গোই, রোই দিন-যামিনী,
গুণি গুণি তুয়া গুণগামা॥ ধ্রু॥
গুরুজন অবুধ, মুগধমতি পরিজন,
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনী মণি, মন্ত্র মহৌষধ,
লোচনে লাগল সমাধি॥
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ, ভঙ্গ তনু মোড়ই,
কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে, চমকি তনু ঝাঁপই,
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥ ৩৬

সুহই

নয়নক কোণে না হেরি নিজ নাহ।
জলধর হেরি সজল দিঠি চাহ॥
না উঠই স্বামি-শয়ন-পরিবঙ্ক।
বিলুঠই লোরে নয়ন মহী পঙ্ক॥
মাধব তুয়া প্রেম কহন না যায়।
অবিরল কুলবতী তুয়া গুণ গায়॥ ধ্রু॥
গৃহপতি-নাম শুনি চমকিত গাত।
তুয়া গুণ-গান শুনি শ্রুতি অবগাত॥
গুরুজন-বচন শ্রবণে নহি শুনই।
বংশী-নিশান অমিয় সম মানই॥
তুয়া ভানে শ্যামর সখি করু কোর।
নিশি দিশি ন তেজই নীলনিচোল॥

কত কত ঐছন মন অভিলাষ।
কত এ নিবেদব গোবিন্দদাস ॥ ৩৭

কামোদ

পাপ চকোর চন্দ বলি ধাবই,
মধুকর কমলিনী-ভানে।
আঁচরে ঝাঁপি বদন তেজ্ঞি পুছঙ,
তোহে পর-পুরুখক ঠানে ॥
মাধব মধু মনে এ বড়ি সন্দেহ।
কি ফল জগ-মন, মনরথ বিন্ধয়ে,
কাঁহা পুন তাকর গেহ ॥ ধ্রু ॥
বিন্ধয়ে যছু মন, কি করয়ে সো পুন,
কৈছে কুসুম-শর জ্বালা।
কৈছে জুড়ায়ত, একহি ন জানিয়ে,
যনি কহ মুগুধিনী বালা ॥
সহচরী মেলি, হাসি মুখ মোড়ই,
উত্তর না দেওই কোই।
গোবিন্দদাস, মোহে উপদেশল,
অতয়ে পুছউ তোই ॥ ৩৮

বরাড়ী

কাঁহা কুমদিনী কাঁহা, উয়ল হিমকর,
কাঁহা কমলিনী কাঁহা সুর।
বাট ঘটিত কর, পরশন দরশন,
পরিবাদহি জগ পূর ॥
মাধব দেখ তুহু শ্যামর মেহ।
দূরসঞে গরজি, গরজি দরশায়ত,
ঐছন মোর সিনেহ ॥ ধ্রু ॥
জগ মাহ ভ্রমর, পিরীতি বহু মানিয়ে,
যো পরিমল-রসে ভোর।
ঘন কণ্টকময়, কেতকী-মধু পিবি,
ফিরি ফিরি রহত অগোর ॥
বিদগধ-আগে, মুগুধ কুলকামিনী,
বচন-রচন নহি জান।
গোবিন্দদাস কহ, ধনি বিরমহ যনি,
আন কহত হয়ে আন ॥ ৩৯

ধানশী

কানু-কথা শুনি গদগদ ভাষ।
মিলতি সহচরী রাইক পাশ ॥
কহতহি সহচরী শুন বর গোর।
তুয়া লাগি হালত নন্দকিশোর ॥
তুয়া রূপ নিরখই তরু দেই কোর।
হেরইতে গলতহি লোচন-লোর ॥
যব নহি সুন্দর করবি পয়ান।
তব জীউ তেজব নাগর কান ॥
সহই না পারই মদন-হুতাশ।
চামর ঢুলায়ত গোবিন্দদাস ॥ ৪০

ধানশী

সজনি কাহে মিনতি করু মোহে।
হাম নাহি জানিয়ে প্রেম কি নেহে ॥
কৈছন কানু নয়নে নহি হেরি।
শুনইতে অন্তর কাঁপয়ে মোরি ॥
দূরতর পন্থ কৈছে হাম যাব।
হাম গোঙারি নহি জানিয়ে ভাব ॥
সহচরী কহতহি সুন্দরি নারি।
তুয়া লাগি আকুল রসিক মুরারি ॥
কোকিল-কলরব শুন যব কানে।
চমকি উঠত রহু হরল গেয়ানে ॥
এতহু শুনল যব সহচরী বোল।
হরি-অভিসার চলু রঙ্গিণী ভোর ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে রসসার।
সহচরী কুঞ্জে কয়ল অভিসার ॥ ৪১

ধানশী

নব অনুরাগে চলল বর-নারী।
গুরুজন-গৌরব দূরহু ডারি॥
সখী সঞে পুছত প্রেমকি বাত।
পুরুখক কবহু ন লাগয়ে গাত॥
এ ধনি তোহে কহিয়ে উপদেশ।
কানু সঞে ন করবি বচন-বিশেষ॥ ধ্রু॥
বদনে বদনে যনি করইবি মেলি।
কর পরশিতে কর দেয়বি ঠেলি॥
পহিল মিলন রহু অবনত মাথ।
গোবিন্দদাস তুহু করি লেহ সাথ॥ ৪২

সুহই

আঁচরে মুখশশী গোয়।
ঝর ঝর লোচন রোয়॥
কারণ বিনু ক্ষণে হসই।
উতপত দীর্ঘ নিশসই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম॥
তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুঠই॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
কা দেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥ ৪৩

সম্ভোগস

কেদার

কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন
কেলিক সমাগমে কাঁপ॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কামুক দরশিতে ঐছে বেয়াকুল
দরশিলে ইহ চিত রঙ্গ॥ ধ্রু॥
রাই-বদন হেরি লুবধল মাধব
কোরে বৈঠায়লি গোরী।
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনী
চুম্বনে রহু মুখ মোড়ি॥
ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভণ
অধরে অধর-রস নেল।
গোবিন্দ পহুঁ পূরল মনোরথে
নব নব সঙ্গম ভেল॥ ৪৪

ধানশী

রতন মঞ্জরী ধনী লাবণী সায়র
অধরহি বান্ধুলী রঙ্গ।
দশন কিরণ কত দামিনী ঝলকত
হসইতে অমিয়া তরঙ্গ॥
সজনি যাইতে পেখনু রাই।
মঝু হেরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল
চকিত চমকি চলি যাই॥ ধ্রু॥
পদ দুই চারি চলই বরনায়রী
রহল নিমিখ কর জোরি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম-শর বরিখনে
সরবস লেয়ল মোরি॥
মঝু মন যশ গুণ সুধি মতি সাধন
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
জপতহি তুয়া গুণমালা॥ ৪৫

বরাড়ী

সহচরী মেলি চলল বররঙ্গিণী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ কুসুম জিনি তনুকুচ
দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনি সো ধনী চিতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরয়াশলি
চঞ্চল নয়নাক ওর॥ ধ্রু॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে
দুহু পাদুক করি নেল॥
চিত্ত নয়ন মঝু এ দুহু চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥ ৪৬

ধানশী

শুন শুন সুন্দর নাগররাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন-মাঝ॥
মুগধী কোঙারী কবহু নাহি সঙ্গ।
শুনইতে ঐছন রঙ্গ॥
বিপরীত বাণী কহিল তুহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কিছু করয়ে সহায়
মাধবীকুঞ্জ কুসুম অনুপাম।
তাঁহা তুহু যাই করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দদাস কহত পরিণাম॥ ৪৭

শ্রীরাগ

চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপন
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই
কৈছে করহ অভিসার॥
সুন্দরি তুয়া লাগি সম্বাদল কান।
বিরহক্ষীণ তনু অনুখন জরজর
অব ইথে বিধি ভেল বাম॥ ধ্রু॥
যতনহি মেঘ মল্লার আলাপই
তিমির পরাণ গতি আশে।
আওত জলদ ততহি উড়ি যাওত,
উতপত দীরঘ নিশাসে॥
তুয়া গুণ নাম গান জপি জীবই
বহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহা ইহ নব নব লেহা॥ ৪৮

কেদার

আধ আধ অঙ্গ মিলল রাধা কানু।
আধ কপালে শশী আধ-ভালে ভানু॥
আধ-গলে গজ-মোতি আধ বনমালা।
আধ নব গৌরতনু আধ চিকণ কালা॥
আধ অঙ্গে পীতবাস আধ নীল শাড়ি।
আধ ভুজে বলয়া আধ ভুজে নীল চুড়ি॥
আধ-অঙ্গে হিলাহিলি ঘেরাঘেরি বাহু।
গোবিন্দ কহে চান্দ গরাসল রাহু॥ ৪৯

কেদার

দেখ সখি রাধা-মাধব-সঙ্গ।
দুহু দুহু মিলনে আনন্দ বাঢ়ল
দুহু মনে উদিত অনঙ্গ॥ ধ্রু॥
দুহু কর পরশিতে পুলকিত দুহু তনু
দুহু দুহু আধ-আধ বোল।

রাই কানু আলিঙ্গন নীলমণি কাঞ্চন
হেরইতে লোচন ভোর ॥
কিঙ্কিণী নূপুর বলয় মণিভূষণ
মঞ্জীর-ধ্বনি উতরোল।
আবেশে অবশ তনু ভেল ইথে আকুল
জলধরে বিছুরি উজোর ॥
ঘন ঘন চুম্বনে দুহু মুখ দরশনে
মন্দ মধুর মৃদু হাস।
শ্যাম-তমাল কনক-লতা বেঢ়ল
নিছনি গোবিন্দদাস ॥ ৫

শ্রীরাগ

দুহু মুখ দরশি বিহসি দুহু লোচন
শাঙণ বরিষত নীর।
আকুল হৃদয় হৃদয় দুহু জোরত
দুহু জল এক শরীর ॥
সজনি, না বুঝল মরমক ভাব।
দুহু দুহু সরবস রস-ভরে পরবশ
নিরসল কিয়ে পরথাব ॥ ধ্রু ॥
নিজ কর-কমলে চিবুক দুহু পরশই
কহইতে না ফুরই বাণী।
দারিদ রতন যতনে যনু সম্বর
সতত হৃদয়ে ধরু পাণি ॥
চরণ-কমল দুহু নিজ কর-পল্লবে
পরশি সতত ধরু আশ
কবহি দূর দূর অনুমানই
উনমত চিত অভিলাষ ॥
দরশন পরশ সরস দুহু মানই
দুহু রস-সায়র ভাল
কিয়ে দারুণ ফিয়ে দূর অবগাহন
গেলহি সো ভেল আন ॥

দুহুক বিলাস কলা-রস হেরইতে
অনঙ্গ তেজই অভিমান
গোবিন্দদাস ভণ দুহু রস-ধারণ
পাপ রজনী অবসান ॥ ৫১

কেদার

রতি রস-ছরমে শ্যাম হিয়ে শুতলি
শরদ ইন্দুমুখী বালা।
মরকত মদনে কোই জনু পূজল
দেই নব কাঞ্চন-মালা ॥
শ্যাম বয়ানপর বয়ান বিরাজই
উরু পর কুচযুগ সাজে।
কনককুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল
মদন মহোদধি-মাঝে ॥
জোড়ল তনুমন ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহি অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে হেম নীলমণি জনু
বান্ধিল যুগ একঠান ॥
ঘন সঞে দামিনী সাজে দুকুল জনু
দুহু জন এক পটবাস।
চরণে বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস ॥ ৫২

রসোদ্গার

বিভাষ

কালি যে পেখলু কালিম-সাজ।
গুরুজন-আগে সখীগণ মাঝ ॥
এ সখি হেরি রহল মোহে ধন্দ।
সো শামরী কিয়ে শামরচন্দ ॥ ধ্রু ॥
কোন কলাবতী শামর-কাঁতি।
মিলল রাই সঞে করি কত ভাঁতি ॥
অরুণ পটাম্বরে ঝাঁপলি অঙ্গ।
বুঝই ন পারিয়ে বচন-বিভঙ্গ ॥

কাজর উপর দিঠি অতি বঙ্ক।
শ্রুতি অবতংসয়ে রুচির তাটঙ্ক ॥
সুন্দর সিন্দূর সীঁথহি উজোর।
হেরইতে চিত চোরায়লি মোর ॥
গোবিন্দদাস কহই সতি গোরি।
চাঁদ-সুধা বিনু ভুলে কি চকোরী ॥ ৫৩

বিভাষ

চৌদিকে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ ॥
সুন্দরি কি কেল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানমু হিয়া মাহা সাঁচ ॥ ধ্রু ॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাথী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এত দিনে পেলু আঁখি ॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জিতলি মনমথরাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহি বুঝনু কাজ ॥ ৫৪

শ্রীগান্ধার

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহু ভুজ কাঁপি ॥
দূর কর এ সখি তুয়া পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ কর অঙ্গ ॥
চেতন না রহ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছে রভস রস-কেলি
যো ধনী মানি সুরত অধিদেবী।
তাকর চরণ-কমল পাই সেবি ॥

কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরক সমুঝাব ॥
অবহু জগত ভরি অকিরীতি এহ।
রাধামাধব অবিচল লেহ ॥
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দদাস চিতে না ভাঙ্গে বিবাদ ৫৫

ধানশী

যব হরি পাণি পরশে ঘন কাঁপসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময় আভরণ
কেশ পরায়লি রঙ্গ ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগরে নিঁদহু না জীবসি
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ ॥ ধ্রু ॥
করইতে কোরে জোরি তনু বল্লরী
নহি নহি বোলসি থোর।
চুম্বন বেরি জানি মুখ মোড়সি
জনু বিধু লুবধ চকোর ॥
ধব হোয়ে নাহ রত নিয়ত অবিরত
বারত জনি অভিলাষ।
গোবিন্দদাস কহ নাহ বহু-বল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ ॥ ৫৬

শঙ্করাভরণ

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে ॥
চান্দ চকোর জনু পাওল রে।
রাইক প্রেমভরে ভাসল রে ॥
মুরছি অবনীতলে পড়লহি রে।
অরুণিত লোচনে ঢল ঢল রে ॥

করে পহুঁ কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে॥
দুহু মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে॥ ৫৭

ভাটিয়ারি

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনক-লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব-জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেমতরঙ্গ॥
মুখ অধরামৃত দুহু করু পান।
গোবিন্দদাস দুহুক গুণ গান॥ ৫৮

ভাটিয়ারী

বিপিনহি কেলি কয়ল দুহু মেলি।
জলমাহ পৈঠি করল জলকেলি॥
নাহি উঠল দুহু মোছল অঙ্গ।
দুহু রূপ নিরখিতে মূরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল দুহু নব নব বেশ।
কবরী বানাওল বান্ধল কেশ॥
নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়াণ।
গোবিন্দদাস দুহুক গুণ গান॥ ৫৯

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক-মুকুট-মণি, নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেনে করে॥ ধ্রু॥
মোর অঙ্গসঙ্গ আশে, লালসা পাইয়া বৈসে,
বঁধুয়া বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে, গণিয়া রাখিবে মনে,
এ তনু তোমারে দিনু দিনু॥
আউলাঞা কবরীভার,
বেশ করে বারে বার,
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে করতলে॥
বঁধুয়া বলয়ে ধনী, কালিয়া কস্তুরীখানি,
ও রাঙ্গা চরণতলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর, ঘোষণা রহুক মোর,
নিগূঢ় মরম তার সাখী॥
বিদগধ শ্যামরায়, বসনে করয়ে বায়,
আপনে যোগায় গুয়া পান।
গোবিন্দদাসের বাণী, শুন রাধা বিনোদিনী
তেঁই তুমি শ্যামের পরাণ॥ ৬০

গান্ধার

কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস ধাধসে ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর রসের সাগর
আগোর সকল গুণে।
সে সব চরিত আদর পিরীতি
ঝুরিয়া মরিয়ে মনে॥
সে মোর কোলেতে করিয়া ভাবিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া॥
কাঁচুয়া মাড়িয়া সে রস লুটিয়া
ভুলিলা মধুপ জনু।
কমল কোরক ভয়মে কি কৈল
গুণিতে ঘূর্ণিত তনু॥

ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে বুঝিলাম হয়ে
দাস গোবিন্দ ছার ॥ ৬১

পটমঞ্জরী

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস ॥ ৬২

পটমঞ্জরী

সিনান দোপর সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি ॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা ॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে ॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদচিহ্নতলে লুটয়ে তাই ॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে ॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন ॥ ৬৩

বিভাষ

নবঘনকিরণ বরণ নব নাগর
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ানকোণে মদন জাগাওল
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর ॥
সজনি কি কহব রজনী-আনন্দ।
স্বপনে বিলোকন কিয়ে ভেল দরশন
মঝু মনে লাগল ধন্দ ॥ ধ্রু ॥
উর পর কমল পাণি অবলম্বনে
দূর করল আন আন।
নীবিহক বন্ধ বিমোচন নাগর
কি করল কিছুই না জান ॥
তৈখনে মদন কুসুম-শর হানল
জরজর জীবন মোর।
গোবিন্দদাস কহ আরাধন কি ফল
বিফল কি যাইবে তোর ॥ ৬৪

কৌ-রাগিণী

বেণুক ফুকে, বুক মদনানল,
ফুল ইন্ধন মাহা জারি।
দরশন পাণি তুহু, পরশে সোহাগল,
শ্রম-জলে জোরল বারি ॥
সজনি কানু সে হৈল সোনার।
মঝু মনকাঞ্চন, আপন প্রেম-মণি,
জোরি পিন্ধায়ল হার ॥ ধ্রু ॥
নব অনুরাগ, রঙ্গে পুন রঞ্জল,
মূল না জানই কোই।
গুরুজন নয়ন, চৌর পরে ছাপিয়ে,
প্রাণনাথ সম গোই ॥
যো রস আগরি, বিদগধ নাগরী,
হের তুহু মন সাধ।
গোবিন্দদাস, কহই আনে হেরিলে,
জানি হোয়ত পরমাদ ॥ ৬৫

শ্রীগান্ধার

কাজর ভরম, তিমির জনু তনুরুচি,
নিবসই কুঞ্জকুটির।
বাঁশী নিশাসে, মধুর বিষ উগারই,
গতি অতি কুটিল সুধীর ॥
সজনি কানু সে বরজ-ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয়, চন্দনরুহে লাগল,
ভাগল ধরম-বিহঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
লোচনকোণে, পড়ত যব নাগরী
রহই না পারই থির।
কুঞ্চিত অরুণ, অধরে ধরি পিবই
কুলবতী বরতসমীর ॥
এক অপরূপ, নয়নে বিষ তাকর
মেটয়ে দশনক দংশে।
বিষ ঔষধ, বিষ অবধারল,
যোবিন্দদাস পরশংসে ॥ ৬৬

সুহই

হৃদয়-মন্দিরে মোর, কানু ঘুমাওল,
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন পৌর, চৌর সদৃশ ভেল,
দূরহি দূরে রহু ভাগি।
সজনি এত দিনে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
কানু অনুরাগ, ভুজগে গরাসল,
কুলদাদুরী মরু মন্দ ॥ ধ্রু ॥
আপনক চরিত, আপে নাহি সমুঝিয়ে,
আন করিতে হয়ে আন।
ভাবে ভরল মন, পরিজন বাঁচিতে,
গৃহপতি সপতিক ঠাম ॥
নিন্দউ নিঁদ, নয়নে নাহি হেরিয়ে,
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যব পরমাদ, কহই নাই পারিয়ে,
গোবিন্দাস এক সাথী ॥ ৬৭

শ্রীরাগ

ভালে সে চন্দন চান্দ
কামিনী মোহন ফাঁদ
আন্ধারে করিয়াছে আলা।
মেঘের উপর কিবা, সদাই উদয় করে,
নিশি দিশি শশী ষোলকলা ॥
সই কিবা সেই নয়ান চাহনি।
হাসির হিলোলে মোরে,
পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥ ধ্রু ॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ নখ চান্দ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ, মনে হয় যত সুখ,
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে।
কুল শীল যত ছিল, মনে লাগে সব গেল,
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে, ঐছন মাগয়ে গো,
নব অনুরাগের স্বরূপ ॥ ৬৮

ভুড়ী

দিনমণি-কিরণ, মলিন মুখমণ্ডল,
ঘামে তিলক বহি গেল।
কোমল চরণ, তপত পথ-বালুক,
আপত দহন সম ভেল ॥
হেরইতে শামরচন্দ।
কোরে আগোরি, গোরী-মুখ মোছত,
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥ ধ্রু ॥
কর্পূর তাম্বুল, অধরহি দেয়ল,
চন্দন লেপই অঙ্গ।

শ্যামর অঙ্গ, পরশে নব নাগরী,
বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ
কুঞ্জ-কুটীর ঘর, শেজ মনোহর,
মধুকর শ্রুতিধর ভাবে।
গোরী শ্যাম দুহু, করত কুতূহলি,
কহতহি গোবিন্দদাসে ॥ ৬৯

কামোদ

শ্যাম অভিসারে, চললি সুন্দরী ধনী,
নব নব রঙ্গিণী সাথে।
বাম শ্রবণ-মূলে, শতদল পঙ্কজ,
কামজয় ফুলধনু হাতে ॥
ভালহি সিন্দূর, ভানু-কিরণ যনু,
তঁহি চারু চন্দন-বিন্দু।
মুখ হেরি লাজমে, সায়রে লুকায়ল,
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল ইন্দু ॥
করি-রদ-বিরচিত, চারু ভূষণ করে,
মদন জিনিয়া ধনী সাজ।
চরণই নূপুর, মুখর মনোহর,
রতি-জয় বাজল বাজ ॥
ললিতাদি সখী মিলি, মঙ্গল হুলাহুলি,
শ্যাম-দরশ-রস-আশে।
দোঁহে দোঁহা হেরইতে, দুহু চিত পুলকিত,
বলি হারি গোবিন্দদাসে ॥ ৭০

শ্রীরাধিকার রূপাভিসার
শ্রীরাগ

কুঞ্চিত-কেশিনী, নিরুপম-বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী, অঙ্গ তরঙ্গিণী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে ॥
সুন্দরী রাধে, আওয়ে ধনী,
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি। ধ্রু ॥
কুঞ্জরগামিনী, মোতিমদশনী,
দামিনী চমক নেহারিণী রে
নব অনুরাগিণী, অখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনী, হাসবিকাশিনী,
গোবিন্দদাস চিত-শোহিনী রে ॥ ৭১

কেদার

পহিল সমাগম রাধা কান।
অতি রসে মগন ভেল পাঁচবাণ ॥ ধ্রু ॥
দুহু মুখ দরশনে, দুহুক বিলোকনে,
আনন্দ-নীরয়ে ঝাঁপা রে।
অবিরত পরশিতে, কুচ কনকাচল,
গিরিবরধর কাঁপই রে ॥
গদ গদ ভাষে, আলাপই দুহু দুহু,
চুম্বনে নয়ন ঢুলায়ই রে।
দুহু পরিরম্ভণে, দুহু পুলকায়িত,
অঙ্গহি অঙ্গ হেলায়ই রে ॥
দুহু রসে ভাসি, দুহু অবলম্বই,
রঙ্গতরঙ্গিত অঙ্গ দুহু।
নব নাগরী সঞে, নাগরশেখর,
ভুলল গোবিন্দদাস পহু ॥ ৭২

বিহাগড়া

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহু রূপ নিতি নিতি দুহু হিয়ে জাগ ॥
দুহু মুখ চুম্বই দুহু করু কোর।
দুহু পরিরম্ভণে দুহু ভেল ভোর ॥
দুহু দুহ ঘৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আর নিতি নিতি নব প্রেম ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস ॥ ৭৩

বসন্ত

পদতলে ভকত কল্পতরু সিঞ্চিত
প্রেমরস মকরন্দ।
যাকর ছায়ার সোসর নব নব
পরমানন্দ নিরদন্দ॥
পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম ধরাধর উয়ল
কিয়ে নবদ্বীপমাঝ॥ ধ্রু॥
নব নীরদ জিনি কত মন্দাকিনী
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দচন্দ্র অভিরাম দিনমণি
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে॥
যাকর চরণ সমাধয়ে শঙ্কর
চতুরানন করু আশে।
সে পহু পতিত কোরে ধরি কান্দই
কি কহব গোবিন্দদাসে॥ ৭৪

ধানশী

কুন্দ কুসুমে তরু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিমহার॥
চন্দনে চরচি কনু রুচির কর্পূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরপুর॥
চাঁদনী রজনী উজোরল গোরী।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরী॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বলই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গপুতলী কিয়ে রসমাহা বুর॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার॥
মূরতি শিঙ্গারকি রীতি সম ভায।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস॥ ৭৫

বাসক-সজ্জা

ধানশী

বাসিত বারি কপূরিত তাম্বুল
কুসুমিত মদন শয়ান॥
উজোর দীপ সমীপহি জারহ
বিচরহ চারু বিতান॥
সখি হে কহই না যায় আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি অবহু আই নাগর
মিলবহু শ্যামর চন্দ॥ ধ্রু॥
কুসুমিত মৌলি রসালক পরিমলে
ভ্রমরী ভ্রমর রহু ভোর।
মদন মনোরথে সগরহি যামিনী
সুখে বঞ্চিব হরি কোর॥
বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব এহি বর
চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস কহই ছুরি পরশহি
সো পুন হোত সন্দেহ॥ ৭৬

কামোদ

উজোর রাতি শেজ নব-কিশলয়
বাসিত তাম্বুল বারি।
এহি উপচারে আজ হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি॥
সজনি কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশমণি পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনী মান॥ ধ্রু॥
তুহু কুণ্ডল তুহু কঙ্কণ কিঙ্কিণী
তুহু নূপুর রাখি।
মৃগমদ সিন্দূর লোচনে কাজর
পদ যাবক রতি-সাখী॥
সো তনু পরশে পুলকে তনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ।

গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি ধনি
কানু মরম তুহু জান ॥ ৭৭

ধানশী

কনক মুকুরে আপন মুখ হেরি।
সহচরী আগে কহই বেরি বেরি ॥
ঝিঝারব নাগর করি অনুমান।
বিলসব কুঞ্জে আর কুসুম শয়ান ॥
উচকুচ হেরই নয়ন সুবঙ্ক।
উরপর লেপব চন্দন-পঙ্ক ॥
আয়ব কান্ত পূরব অভিলাষ।
পুনঃ পুনঃ নিবেদয়ে গোবিন্দদাস ॥ ৭৮

কামোদ

রমণী সমাজে তুহারি গুণ ঘোষই
তুহু ধনি মোহিনী বালা।
জগজন-মোহন মোহন করলি যে
সাজলি যৌবন-জ্বালা ॥
সজনি অপরূপ বাসর-পসার।
বাসর-গেহ আজু লেই বঢ়ায়ই
পূজবি নন্দকুমার ॥ ধ্রু ॥
ঘন পুন জবন আসন নিরমাওল
হিয় মাঝে শেজ বিছাই।
সরসহি চন্দনে কমল যে সঙ্কুল
নাগর শ্যাম অবগাই ॥
পরিমলে লুবধ ভ্রমর যনি ধাওত
ঐছন আকুল কান।
অধরক মধুপানে অবহি মাতায়বি
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥ ৭৯

কেদার

কুঞ্জে কুসুম হেরি পন্থ নিহারই
সহচরী মেলি আনন্দে।
নিশি দিশি রতনপ্রদীপ কত জ্বারত
ঝলমল করতহি ছন্দে ॥
সুন্দরি শেজ বিছয়লি রঙ্গে।
আয়ব মদন-বিনোদ রসগাহক
বিলসব বিনোদিনী সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
মৃগমদ চন্দন তনু পরিলেপব
গন্ধ-মহোৎসব কুঞ্জে ॥
কোকিল ভ্রমর মনোহর গাওই
মূরছিত রতি-পতি-পুঞ্জে ॥
কাতর নয়নে সম্ভাষই সহচরী
কাহে বিলমায়ত কাল।
গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিয়ে
সঙ্কেত মুরলী নিশান ॥ ৮০

গান্ধার

সজনি করহ পয়াণ।
পন্থ মিলব তুয়া কান ॥
অনুকূল হোয়ে বিধাতা।
তবহি জীয়ব ধনী রাধা ॥
শেজ সফল তুহু জান।
যেহিখনে করব শয়ান ॥
যৌবন মন-অভিলাষ।
পূরব সুরত বিলাস ॥
আনন্দ-লোরে ভরু আঁখি।
পুলকে পূরব তনু সখী ॥
গোবিন্দদাস অনুতাপে।
ধনি ধনি করয়ে বিলাপে ॥ ৮১

শ্রীগান্ধার

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ
মলয়-সমীরণ কুসুম সুগন্ধ ॥

যামিনী আধ অধিক বহি গেল।
যতহু মনোরথ অনরথ ভেল॥
এ সখি হরি সঞে কি করব দ্বন্দ্ব।
আপন মনহি মনোভাব মন্দ॥
সো মুখ হেরইতে না রহ মান।
তাকর রসে ভেল কঠিন পরাণ॥
যাকর বচনে নাহি বিশোয়াস।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দদাস॥ ৮২

শ্রীগান্ধার

মাধব কি কহব ধনীক সন্তাপ।
চিতহিঁ তোহারি দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সো বরনারী।
নিরজনে নিছরই মূরতি তোহারি॥
দারুণ ধদবত তহি নাহি গেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ॥
ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করু তোয়।
ভীতক চিত পুতলী ভেদ সোয়॥
গোবিন্দাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত-দেবা॥ ৮৩

বিহাগড়া

হরিণনয়নী তেজি নিজ মন্দির
আওয়ে সঙ্কেতঠামা।
তৈখনে চাঁদ উদয় ভেল দারুণ
পসারল কিরণক দামা॥
মাধব তাহে কি বলব আন।
বিষম কুসুমশরে পাঁজর জরজর
ধনি যদি তেজই পরাণ॥ ধ্রু॥
মোতিম হার ভার হিয়ে জারই
করকঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক।
সহচরী কোরে ভোরে তনু মোড়ই
লোরে ধরণী করু পঙ্ক॥
কিশলয়-শয়নে থর নাহি বান্ধই
চন্দনে পবনে মূরছাই।
গোবিন্দদাস কহই হরি অভিসর
যদি খনে জীবই রাই॥ ৮৪

গুর্জ্জরী

ঋতুপতি রাতি বিরহ-জ্বরে জাগরি
দোতী উপেখলি রামা।
প্রিয় সহচরী বলি মোরে পাঠাওলি
অতয়ে আইনু তুয়া ঠামা॥
শুন মাধব কর জোড়ি কহল মো তোয়।
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গি লোচনত
তুহু না হেরবি মোয়॥ ধ্রু॥
দূরে কর লালস আনহি লালসী
চাতুরী বচন বিভঙ্গ।
বরু জীবন হাম তোহে নিবমঞ্জব
তবহু না সোঁপব অঙ্গ॥
যাহে শির সোঁপি কোর পর শুতিয়ে
সো যদি করু বিপরীতে।
পিরীতি রীত ঐছে তব মীটর
গোবিন্দদাস চিত ভীতে॥ ৮৫

ভূপালী

পৌখিনী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিকে হিমকর হিম করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সংহু তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে শয়ন করু ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥ ধ্রু॥

পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচকুচকঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহি কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতহিঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাহা নবীন সুলেহ॥ ৮৬

কেদার

হিম ঋতু যামিনী যমুনা তীর।
তরল লতা কুল-কুঞ্জ কুটীর॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিন সমীর।
ইথে কৈছে বঞ্চসি শ্যাম শরীর॥
ধনি তুহু মাধব ধনি তুহু লেহ।
ধনি ধনি সো ধনি পরিহরি গেহ॥
কুলবতী গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজনে নয়ন সকণ্টক বাট॥
যো জনে এতহু বিঘিনি অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলল ধনী রাই॥ ৮৭

ভূপালী

হিমঋতু নিশি দিশি দিশি বাত।
হিমকরশীকরনিকর নিপাত॥
মদন-জলধি-তলে তহি দেহ ঝাঁপ।
মিলল শ্যামতনু থরহরি কাঁপ॥
সুন্দরী দূরে কর কপট শয়ান।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান॥
কলমল মন্দির মণিময় বাতি।
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি॥
তুহু হেন নাগরী হরি হেন নাহ।
ধনি ধনি মনসিজরস নিরবাহ॥

শুনইতে ঐছন সহচরী বোল।
মধুরিম হাসি গোরী তনু মোড়॥
হরি পরিপূরল মানসকাম।
গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণগান॥ ৮৮

কামোদ

অম্বরে ডম্বরু ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভবসিন্ধু॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণ ভেল বাদল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহিঁ পহিরায়হ নীল নীচোল॥
কি ফল উচকুচকঞ্চুক ভার
দূর কর মৌতিম মোতিমহার॥
তুহু সখী দেখহ দেহলী লাগি।
গুরুজন অবহু ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলয়তে দিগভরম জানি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥ ৮৯

কামোদ

ভুজগে ভরল পথ, কুলিশ পথে শত,
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতীগৌরব, রাম চরণে ঠেলি,
কুঞ্জে কয়লু অভিসার॥
সজনি কি ভেল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ, অধিক বহি যাওত,
অবহু না মিলল কান॥ ধ্রু॥
যতয়ে মনোরথ, সব ভেল অনরথ,
কানুপিরীত অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন, কলাবতী বান্ধল,
ভাঙ ভুজঙ্গিনী পাশে॥

দারুণ ফুলশর, কুঞ্জে বিথারল,
মন্দিরে গুরুজন গারি
গোবিন্দদাস, কহয়ে দুহু সংশয়,
নিরসল রসিক মুরারি ॥ ৯০

———

কল্যাণী

সাজল কুসুম, শেজ পুন সাজই,
জারই জারল বাতি।
বাসিত কপূরে, কপূরে পুন বাসই,
ভৈ গেল মদনভরাঁতি ॥
আজু রাই সাজল বাসকশেজ।
মনোরথে লাখ, মনমথ ধাবই,
অঙ্গে অঙ্গ নাহি তেজ ॥ ধ্রু ॥
ঘন ঘন আভরণ, অঙ্গে জড়ায়ই,
ক্ষণে ক্ষণে তেজই হাই
চকিত বিলোকনে, চমকিত উঠই,
হেরইতে নিজ তনু ছাই
কাতর বচনে, সম্ভাষই সহচরী,
কহে বিলম্বত কান
গোবিন্দদাস কহই, অব না শুনিয়ে,
সঙ্কেত মুরলী নিশান ॥ ৯১

———

কামোদ

কানুক সন্দেশে, বেশ বনি আয়নু,
সংকেত কেলিনিকুঞ্জ।
মাধবী পরিমলে, ভোরি মধু তনু,
জারই মধুকরপুঞ্জ ॥
অবহু না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চিত চিত, পিরীতি অনুরোধ,
ইথে নাহি যাত পরাণ ॥ ধ্রু ॥
কানুর বচন, অমিয়ারস সেচনে,
বেচনু তনু মন জাতি
নিজকুলদূষণ, ভূষণ করি মানলু,
তেঞি ভেল ঐছন শাতি
হিমকরকিরণে, গমন অবরোধল,
মন্দিরে চলত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহ, যাই সতি জানহ,
কানু কি তেজল লেহ ॥ ৯২

———

গান্ধার

শুন মাধব কোন কলাবতী সোয়।
প্রেম হেম গহি, আপনি রঙ্গ দেই,
এ হেন সাজাওলি তোয় ॥ ধ্রু ॥
নয়নক অঞ্জনে, অধর ভেল রঞ্জিত,
নয়নহি তাম্বুল দাগ
সিন্দুরবিন্দু, চন্দন ইন্দু ঝাঁপল,
উর পর যাবক রাগ ॥
বদন সোনার, তোরি রূপ লালসে,
তাহে দেওল নখ-রেহ।
কোন গোঙারী, তোহে অব পরশব,
হেরি য়া তুঝামর দেহ ॥
অব রসলালস, কিয়ে দরশায়সি,
নিলজ সোহ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ, আপন পরশ দেহ,
হেম ধরব নিজ বাণ ॥ ৯৩

———

কামোদ

ডগমগ অরুণ, উজাগর লোচন,
উরে নখ পরতীত রেখা।
রতিরণে রমণী, পরাভব মানই,
দেওল রতি জয় লেখা ॥
মাধব অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতি-রস, ও সুখ সম্পদ,
কি ফল তুয়া অনুরাগে ॥ ধ্রু ॥

রতিরসে অলস, অবশ দিঠি মন্থর,
নিরবধি নিদঁক সেবা।
কোন কলাবতী, করি কত আরতি,
পূজল মনোরথ দেবা॥
বচন রচন করি, কিয়ে পরবোধসি,
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দদাস কহ, পরশতুল নহ,
পবশনে রস নাহি হোই॥ ৯৪

———

মিলন

কামোদ

গোরখ জাগাই, শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে,
জটিলা ভিখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর, মাথ হিলায়ত,
বুঝল ভিখ নাহি নেল॥
জটিলা কহত তব, কাহা তুহু মাগত,
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ হাত, ভিখ হাম লেয়ব,
তুরিতহি দেহ পাঠাই॥
পরিবরতা বিনু, ভিখ লেউ যব,
যোগী বরত হোয়ে নাশ।
তাকর বচন, শুনিতে তনু পুলকিত,
ধাই কহে বধূ পাশ॥
দ্বারে যোগিবর, পরম মনোহর,
জ্ঞানী বুঝল অনুমানে।
বহুত যতন করি, রতনথালী ভরি,
ভিখ দেহ তছু ঠামে॥
শুনি ধনী রাই, আই করি উঠল,
যোগি নিয়ড়ে হাম যাব।
জটিলা কহত, যোগী নহ আন মত,
দরশনে হোয়ব লাভ॥

গোধূমচূর্ণ, পূর্ণ থালী পর,
কনক-কটোর ভরি ঘিউ
করযোড়ে রাই, লেহ করি ফুকরই,
চাহে হরি থরহরি জীউ॥
যোগী কহত হাম, ভিখ নাহি লেয়ব,
তুয়া মুখ-বচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর, যো অভিমান সো,
মাফ করহ যাই॥
শুনি ধনী রাই, চীরে মুখ ঝাঁপল,
ভেখধারী নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ, নটবরশেখর,
সাধি চলত মন কাজ॥ ৯৫

কামোদ

সহজই গোরী, রোখে তিন লোচন,
কেশরী জিনিয়া মাঝ ক্ষীণ।
হৃদয়-পাষাণ, বচনে অনুমানিয়ে,
শৈল-সুতা করি চিন॥
সুন্দরী অব তুহু চণ্ডি-বিভঙ্গ।
যব মহাশঙ্কর, তুয়া নিজ কিঙ্কর,
দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ॥ ধ্রু॥
কালিয়া কুটিল, ভাঙ্গ ভুজঙ্গম,
সম্বরু তাকর দন্ত।
পশুপতি দোখে, রোখে নাহি সমুঝিয়ে,
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ॥
দমন মনোভাবে, তুহু জিয়ায়বি,
ঈষৎ-হাস বরদানে।
তুয়া পরসাদে, বাদ সব খণ্ডয়ে,
গোবিন্দদাস পরমাণে॥ ৯৬

———

ভূপালী

রজনী গোঙায়লি রতি-সুখ-সাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন্ অপরাধে॥

সোই চণ্ডী তুহু শঙ্কর দেব।
তনু আধ দেই তাহে যাই সেব॥
কি কহব যে সব কয়লিহঁ তুহু কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী-সমাজ॥
ভাগল সহচরী না বোলই কোই।
পালটি চল মুখে আঁচর গোই॥
বসন হেরি অঙ্গ ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ॥
গোবিন্দদাস চলিল আগুসারি।
আওল মন্দিরে কই লখই না পারি॥ ৯৭

সুহই

যামিনী জাগি, অলস দিঠি পঙ্কজে,
কামিনী অধর রাগ।
বান্ধলি অরুণ, অধরে ভেল কাজর,
ভালোপরি অলকত দাগ॥
মাধব দূর কপট সুনেহ।
হাতকি কঙ্কণ, কিয়ে দরপণে হেরি,
চল তুহু তাকর গেহ॥ ধ্রু॥
সো স্মর-সমরে, সুধীর কলাবতী,
রতি-রণে বিমুখ না ভেল।
নখর-কৃপাণে হানি উর অন্তর,
প্রেম-রতন হরি নেল॥
প্রেমধনবিহীন পুরুষে অব কো ধরি
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার সাখী এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দদাস॥ ৯৮

বিভাষ

নখ পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোয়।
বদন মলিন ভেল মোয়॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
কাঁহে মিনতি করু কান।
তুহু হাম একই পরাণ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুক গদগদ ভাষ॥
স্বরে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুহু শ্যাম অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ৯৯

ধানশী

জানলু এ হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলি রজনী গোঙায়লি,
তাহি করহ অনুরাগ॥ ধ্রু॥
রতিরণ-পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত,
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
অতয়ে অনুমানিয়ে বেকত উজাগর
বিঘটন কামিনী-সঙ্গ॥
অতি অনুরূপ গতি এহ বচন সতি
আজ দেখনু পরতেক।
যো পরবঞ্চক বিহি তারে বঞ্চউ
তুরজন দেখি না দেখ॥
তুহু রস-সাগর বিদগধ নাগর
হাম মুগধী কুল-নারী।
গোবিন্দদাস কহই অব হরি সঞে
অনুনয় বুঝই না পারি॥ ১০০

ধানশী

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটাই।
তুহু করে তুহু পদ ধরি রহু মাধব
তবহিঁ বিমুখ ভেল রাই॥

পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহু ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥ ধ্রু ॥
তুহু যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন্ ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ ॥
এতহু মিনতি কানু যব কয়লহু
তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
যোই চলত বর কান ॥ ১০১

তিরোতা—ধানশী

রাই অনাদর হেরি রসিকবর,
অভিমানে করল পয়াণ।
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই
পীতবাসে মোছই বয়ান ॥
হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন প্রেমী কহি কথি লাগি নিরসল
কাহে কয়ল মুঝে মান ॥ ধ্রু ॥
মোরে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি অনুমান।
রসবতী-হৃদয় বিরহ-জ্বরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥
রাই সম্বাদ সুধারসসিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোয়।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তব যশ গাওব তোর ॥ ১০২

সুহই

আকুল প্রেমে পহিলে নাহি হেরনু
সো বহু বল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সহ
অহনিশি জ্বলত পরাণ ॥
সজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দেখি যো বনী রোখই
সো তাপিনী জগ মাহ ॥ ধ্রু ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলু
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরয সাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক লেহ ॥ ১০৩

শ্রীরাগ

শুনইতে কানু মুরলী রব মাধুরী
শ্রবণে নিবারনু তোর।
হেরইতে রূপ নয়ানযুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর ॥
সুন্দরি তৈখনে কহল মু তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি
জনম গোঙায়বি রোয় ॥ ধ্রু ॥
বিনি গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহ।
দিনে দিনে খোয়াবি ইহ রূপলাবণী
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
যো তুহু হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো অব নয়ন নীর ঘন সিঞ্চহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে ॥ ১০৪

সুহই

চরণে লাগি হরি, হার পিন্ধায়ল,
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নাহি পহিরলু, দূরে হি ডারলু,
মানিনী অবনত মাথ॥
সজনি কাহে মোর দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু, বিদগধ মাধব,
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥ ধ্রু॥
গিরিধর নাহ, বাহু ধরি সাধল,
হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছমি, চরণ পর ডারলু,
ইহ কি করব পরকারি॥
সো বহু-বল্লভ, সহজেই দুর্ল্লভ,
দরশ লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব, যতনে মিলায়ব,
তবহি মনোরথ পূর॥ ১০৫

ধানশী

তিল এক শয়নে, স্বপনে যো মঝু বিনে,
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে, গাঢ় আলিঙ্গনে,
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনি সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি, নিধি দেই লেয়ল,
সো সুখ করি বিছুরই॥ ধ্রু॥
তুহু কাহে বিরস, বচনে মোহে মারসি,
ডারসি শোককি কূপে।
মূরছিত জনকে, ঘাত নহে সমুচিত,
জগজনে কহব কিরূপে॥
ভাঙ্গল মান, আন জন-গঞ্জন,
পিরীতে পিরীতে করি বাধা।
রসিক সুনাহ, আপনে সুখ পায়ব,
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা॥
সো মুখচাঁদ, হৃদয়ে ধরি পৈঠব,
কালিন্দী-বিষহ্রদ-নীরে।
পামর গোবিন্দ, দাস মরি যায়ব,
সাজি আনল তছু তীরে॥ ১০৬

ধানশী

সো বহু বল্লভ সহজেই ভোর।
কৈছনে বেদন জানাব মোর॥
চলইতে চাহি তাহা আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ-তরঙ্গ॥
সখি হে কাহে উপেখলু কান।
না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান॥
সখীগণ গণইতে তুহু সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
মঝু এত আরতি হো জনি জান।
ইথে লাগি তব পায় সোঁপলু পরাণ॥
অব বিরচহ তুহু সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ॥
জীবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণ গান॥ ১০৭

সুহই

যে দিগে পসারি আঁখি দেখি শ্যাম রায়।
কুলবতী বরত ধৈরয নাহি রয়॥
কত না যতনে যদি মুদি দুটি আঁখি।
নবীন ত্রিভঙ্গ-রূপ হিয়া-মাঝে দেখি॥
কি হইল অন্তরে সই কি হইল অন্তরে।
আজি হইতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে॥
নিরবধি শ্যামনাম জপিছে রসনা।
এত দিনে অযতনে পূরিল বাসনা॥
প্রাণের অধিক কান জানিলুঁ নিশ্চয়।
গোবিন্দদাসেতে কয় দড়াইলে হয়॥ ১০৮

কামোদ

রাইক বিনয়- বচন শুনি সো সখী,
চললিহ শ্যামক আগে।
দূরহি তাক, বদন হেরি মাধব,
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমিক রীত।
আদর বিনহি, সোই বহুবল্লভ,
দূতী নিয়ড়ে উপনীত॥ ধ্রু॥
দূতী কহত তুহু কৈছন পিরীতি,
রীত বুঝই নাহি পারি।
সো যদি মান, ভরমে তোহে রোখল,
তুহু কাহে আয়লি ছাড়ি॥
আপনক দোষ, জানি যদি মন মাহা,
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দদাস, তোহারি লাগি সাধব,
আপে চলহ মঝু সাথ॥ ১০৯

সুহই

যাকর চরণ, নখরুচি হেরইতে,
মূরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে, ধরণী লোটায়,
পালটি না হেরল হাম॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুলনন্দন, চাঁদ উপেখলু,
দারুণ মানকি লাগি॥ ধ্রু॥
কাতর দিঠে, মিঠে বচনামৃতে,
কতরূপে সাধ নাহ।
হাম শ্রবণ, সীম নাহি অনল,
অব হিয়া তুষদহ দাহ॥
সে হেন রসিক, পিয়া কাঁহা করু,
সোঙরি মঝু মন ঝুর।
গোবিন্দদাস কহ, শুন বর নাগরি,
সোপহু তোহারি অদূর॥

একে তুহু নাগরী নব গুণে আগরি
বৈঠসি চতুরীসমাজ।
আপনাক বাত আপনহি সমুঝসি
হটে নট কৈলি সব কাজ॥
মানিনি নাইক করসি রেখা।
নিকটে আনি বাত দুই পুছিয়ে
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দেখা॥ ধ্রু॥
অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি
পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
রীতি ভাঙ্গিতে যো উপদেশল
তাবক মুখে এই আগি॥
যা তুয়া চরণ পরশি মহী লুঠল
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক চরিত কহি ঝুরসি
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

সো মুখচাঁদ নয়ানে নাহি হেরলু
নয়নদহন ভেল চন্দ্র।
সোই মধুর বোল, শ্রবণে না শুনল
মধুকরধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব॥
সজনি কাহে বাঢ়ায়লু মান।
প্রেমভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান॥ ধ্রু॥
সো করকিশলয় পরশে উপেখল
অব কিশলয়ে তনু ভোর।
নব নব লেহ সুধারস নিরমল
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো করবিরচিত হার উপেখল
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ সো অতি তুরজ
যো ঐছন মতি দেল॥ ১১০

ধানশী

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয়॥
বৈঠহে নাহ চতুরগণ মাঝি।
ঐছে কহবি যৈছে না হোয় লাজ॥
সখীগণ মাঝে চতুরী তোহে জানি।
আদর রাখি মিলায়বি আনি॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ॥
জীবন রহিতে নাহ যদি পাব।
গোবিন্দদাস তব তুয়া যশ গাব॥ ১১১

শ্রীগান্ধার

হরি যব হরিখে বরিখে রসবাদর
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি আকুল সো হেরি
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত॥
মানিনি কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠি জলে তাহে কত সাধল
পালটি না হেরিল কান॥ ধ্রু॥
তছু গুণে গুণিগণ ঝুরয়ে রাতি দিন
তুয়া গুণে উনমত সোই।
বিনি অপরাধে তাহে উপেখলি
জনম গোঙায়বি রোই॥
তাকর বচন শ্রবণে নাহি শুনলি
রোখি চলল যব নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ হেরসি
পাই মনোভব দাহ॥
বিধি তোহে বাম মানধনে বঞ্চল
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
গোবিন্দদাস কহই চিতে মানই
ইহা বড় দারুণ শেল॥ ১১২

কামোদ

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন যতন করি তেজলি
অব পুন সাধসি মোয়॥ ধ্রু॥
কত কত গোপ সুনাগরী পরিহরি
যব তুয়া বন্দে বর কান।
তবহু মান পরম ধন পায়লি
না হেরলি কমল বয়ান॥
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন কলাবতীমন্দিরে
অব রহু নাগররাজ॥
যাহে বিনু পল এক রহই না পারই
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুঝলি
পুন হেন না করবি আর॥ ১১৩

শ্রীগান্ধার

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোমারি অবধি করি,
নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান॥ ধ্রু॥
কি রসে ভুলালি ও নব নাগর
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধানাম কহই যব পন্থিক
শুনইতে আকুল কান॥
পুরুখ-বধের হেতু তুয়া অভিমান
কোন শিখায়ল রীত।
লেহ বিচ্ছেদ পুন সহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস কহ নীত॥ ১১৪

শ্রীগান্ধার

চাঁদবদনী তুহু রামা।
কাঁহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তুহু ধনি ভেলি বিপরীতে।
দূরে গেল বিহি বরনিতে॥
অনুগত কিঙ্করে দোখে।
তুহু নাহি সমুঝসি রোখে॥
যবহু উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগয় তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দদাস মরি যাব॥ ১১৫

ভূপালী

তোহারি কোর পর যো হরি ভোর।
তুয়া নাম লেই যবহু ভেল ভোর॥
কতিহ গেলি বলি মূরছল সেহ।
তুহু পুন ভোরী না বান্ধহ থেহ॥
এ ধনি বিছুরলি সো দিন তোই।
কৈছে রহল এত মানিনি হোই॥
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক॥
ফুল পর তুয়া সঞে শুতল যেই।
তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেই॥
অঙ্গে না সহ ফুল মালতী দাগ।
বিন্ধয়ে মদনবাণ তহি লাখে লাখ॥
কবহু নাহ তুয়া দুঃখ না জান।
গোবিন্দদাস কহ তেজহ মান॥ ১১৬

শ্রীরাগ

দূরে সঞে নয়নে না হেরবি নিয়ড়ে
রহবি শির নামাই।
পরশিতে শিরসি করহি করবি,
যতনে রোগ নিরমাই॥
সুন্দরি অতয়ে শিখায়ব তোয়।
বিনহি মানে ধনি সো বহু-বল্লভ
আপন বশ নাহি হোয়॥ ধ্রু॥
পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি
হসইতে জনি তুহু হাস।
করইতে মিনতি, শুনই নাহি শুনবি,
কহবি আনহ ভাষ॥
পড়ইতে চরণে, বারি দিঠি পঙ্কজে,
পূজবি সো মুখচন্দ।
গোবিন্দদাস কহ, যাক হৃদয়ে রহ,
তা সঞে এত পরবন্ধ॥ ১১৭

কামোদ

মাধব অপরূপ পেখলু রামা।
মানিনী মানে, ধরণী পর লেখই,
নয়ানে না হেরই শ্যামা॥
শুনইতে বিদগধ, নাগরশেখর,
আকুল গদ গদ বোল।
কি করব যবে হাম, রজনী বঞ্চল,
তবহি হৃদয়ে মঝু দোল॥
হামারি শপতি তোহে, শুন শুন সহচরি,
তুরিতে গমন করু তাই।
বহুত যতন করি, তাহে মানায়বি,
যৈছে সদয় হোয়ে রাই॥
শপতি বচনে সোই, কিছু নাহি বোলল,
আওল মাহিনীপাশ।
হেরইতে রাই, বিমুখ ভৈ বৈঠব,
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ১১৮

কামোদ

কানু উপেখি, রাই মহী লিখহ,
মানিনী অবনত মাথ।
নিরুপম নারী, বেশ ধরি সো হরি,
আওল সহচরী সাথ ॥
শুন সজনি কি ফল মানিনী মানে।
টীট কানাই, কত ভঙ্গী জানত,
কো করু কত অবধানে ॥ ধ্রু ॥
শ্যামরী হেরি, সখীক রাই পুছত,
সো কহ ব্রজনবরামা।
তুয়া সখী হোয়ত, যতনে চলি আওত,
কোরে করহ ইহ শ্যামা ॥
করইতে কোরে, পরশে ধনী জানল,
কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি, হাসি দিঠি কুঞ্চিত,
হেরত গোবিন্দদাস ॥ ১১৯

বিহাগড়া

প্রেম আগুনি, মানহি গুণি গুণি,
এ দিন-যামিনী জাগি।
মদন-কুঞ্জর, কুঞ্জে রোয়ই,
তোহারি রসক লাগি ॥
কি ফল মানিনি, মান মানসি,
কানু জানসি তোরি।
তুহু সে জলধর, অঙ্গে শোভত,
যৈছন দামিনী গোরী ॥
নওল কিশলয়, বলয় মলয়জ,
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত।
শয়নে ছটফট, লুটই মহীতলে,
তো বিনু দহই গাত ॥
জানহ পুন পুন, সো পিয়া পরাখন,
সোই পুঞ্জে পাঁচ বাণ।
রায় চম্পতি, ও রস গাহক,
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥ ১২০

ভূপালী

তুহু রহ গরবিণী বাসক গেহ।
সো ভগি আওল শাঙন মেহ ॥
তুহু শুতল সুখময় পরিষঙ্ক।
সো তরি আওল পাথর পঙ্ক ॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণফলে মিলল রসময় কান ॥
ঝলমল দামিনী যামিনী ঘোর।
কামিনী কি তেজই কান্তক কোর ॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোন এ হেন বর নাহ ॥
এতহু কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আধারল কাম ॥
গোবিন্দদাস দেখত তব সাঁচ।
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ ॥ ১২১

শ্রীরাগ

পহুমিনি পুন পরবোধহু তোয়।
পীতাম্বর-পদ- পঙ্কজ পরিহরি,
কামিনী কাতরে রোয় ॥ ধ্রু ॥
পুছইতে পহিলে, পাণি উলটায়সি,
পরিজন পর করি মান।
প্রিয় পরিবাদ, পরশি পরিহাসসি,
পুরে পাইনু পাঁচবাণ ॥
পিরীতিক পাঁতি, পাঠে পরিহাসসি,
পহু পরিণত নাহি মান।
পাহুন পুতলি, পরখি পরে পেখলু,
পরপীড়ন নাহি জান ॥

পুরুষোত্তমক, প্রেমপরিরম্ভণ,
পুণবতী পাওই কোই।
প্রাণ-পিয়ারি, পদবী পরিহারল,
গোবিন্দদাস কহ তোই॥ ১২২

দূতীর উক্তি

কামিনী কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি, কুতূহল কমলিনী,
কোণে কঠিন তরু তোয়॥ ধ্রু॥
কালিন্দীকূল, কদম্বকানন,
কুসুমিত কুঞ্জকুটীর।
কাম কলহ করি, কপটে কলাবতী,
কামুক করহ অথির॥
পরশিতে কান্ত, কবরী কুচকঞ্চুক,
কর সমর কর বারি।
কুটিলকটাক্ষ, কুসুমশরে কোপিনী,
কিয়ে না কর হামারি॥
করইতে কোরে, কাঁপি করু কাকলি,
কোকিল কূজিত ভাষে।
কালি কুঞ্জবনে, কৈতবে কি কহল,
কহত না গোবিন্দদাসে॥ ১২৩

ধানশী

সজনি আজু নিজ মন্দির মাঝ।
শুতি স্বপনে হরি উর পর পেখলুঁ,
শ্যাম সুনায়র-রাজ॥ ধ্রু॥
পর-পরিহাস, হাস-অবলোকনে,
ঘন পরিরম্ভণ দেল।
হাম অভাগিনী, জাগি মুখ হেরইতে,
পুন দরশন নাহি ভেল॥
উঠি চমকিত ভহিঁ, চৌদিশে হেরলুঁ,
পড়লহু মনমথ-ফান্দে।
কনক-কলস দউ, কুচ-যুগ হেরলুঁ,
না হেরলুঁ সো মুখ চান্দে॥
এতহু লাজ-কাজ, অব বৈভব,
আন ঘরে কভু পাছে হোই।
মদন-দহন-শরে, অন্তর দগধই,
জীবইতে না জীবই কোই॥
গোবিন্দদাস কহ, মৌনে ধনি অব রহু,
আনে কিছু না করিহ ভান।
আজু অনঙ্গ-ডরে, তুয়া নিজ মন্দিরে,
স্বরূপে মিলব কান॥ ১২৪

মঙ্গল গুর্জ্জরী

সঙ্কেত লাগি, রজনী হম জাগরি,
সহচরীগণ করি সঙ্গ।
না জানিয়ে কাহে, আজু বিঘটিত হোয়ল,
আন আন রসরঙ্গ॥
সজনি নিশিক অবধি বহি গেল।
হরি পরিণাহ, কাহ পর সাজল,
মোহে দেই দারুণ শেল॥ ধ্রু॥
গুণমণি গুণহি, লুবধ মন বান্ধল,
বিপরীত সুরত-বিলাস।
উচ-কুচ-কঞ্চুক, বান্ধি হিয়া ঝাঁপল,
দেই বাহুযুগ পাশ॥
দূতীক হাতে, পাঁতি লিখি পঠায়লি,
কিসলয় কাজর-লোরে।
গোবিন্দদাস-পহু, অবহু না আওলা,
কি পাই রহল তহি ভোরে॥ ১২৫

ধানশী

পরিজন সকল, মন্দির তেজি গেলহি,
চান্দ-গহণ দিন লাগি।
একলি মন্দিরে, রহ বর-নাগরী,
নিন্দ ভরে যামিনী জাগি॥

বিদগধ মাধব রসিক সুজান।
রাইক পিরীতি, বিনতি নহি জানসি,
অবিলম্বে করহ পয়াণ ॥ ধ্রু ॥
মঙ্গল-কলস, ঠাম ঠাম পূরল,
চূত-পল্লব ধরু তায়।
সহচরী মেলি, রঙ্গ-রস-কৌতুক,
আনন্দে ওর না পায় ॥
আভরণ বসন, অঙ্গে সব শোহন,
হেরইতে রতি-পতি-ভুলে।
গোবিন্দদাস, কহই বরনাগরি,
বিহি তুহে ভেল অনুকূলে ॥ ১২৬

গান্ধার

রজনী উজোরল চান্দে।
হেরি হেরি ধনী কান্দে ॥
পরভৃত লহু লহু নাদ।
শুনইতে বড় পরমাদ ॥
বিদগধ রসিক মুরারি।
কাহে আশোয়াসলি নারী ॥
ছটফট ধরণী শয়ান।
কত সহ অবলা-পরাণ ॥
নিমিখ কলপ করি মান।
গোবিন্দদাস সব জান ॥ ১২৭

ধানশী

হরিণী নয়নী ধনী, তেজি নিজ মন্দির,
তুহারি পরশ-সুখ-সাধে।
গুরুজন পরিজন, পাপ পহরীগণ,
কুঞ্জ গমন করু বাধে ॥
মাধব কত পরবোধব রাই।
কনয়-পুতলী তনু, ঝামরী ভেলি যনু,
প্রেম-ধুম অবগাই ॥ ধ্রু ॥
বিগলিত কবরী, সম্বরি নহি বান্ধই,
ধরণী লোটায়ই রোই।
পরবশ দেহ, লেহ-রস-লালসে,
জীবন সোঁপল তোই ॥
লাখ আশোয়াস, লখই নহি পারিয়ে,
বহত কি নহি নিশোয়াস।
তুহারি নাম গুণ, শুনি তনু পুলকই,
কি কহব গোবিন্দদাস ॥ ১২৮

ধানশী

মন্দির তেজি, কানন মাহ পৈঠলুঁ,
কানু-বচন প্রতি আশে।
আভরণ বসন যে, অঙ্গে চঢ়ায়লুঁ,
তাম্বুল কর্পূর সুবাসে ॥
সজনি সো মঝু বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে, অনরথ আসি দ্বারে,
মনমথ দরশন দেল ॥ ধ্রু ॥
ফুলশরে জরজর, সকল কলেবর,
কাতর মহী গড়ি যায়।
পরভৃত-বোলে, ডোলে সব অন্তর,
উঠি বসি রজনী পোহায় ॥
শীতল চন্দ, গরল সম লাগয়ে,
মলয়জ পবন হুতাশ।
লোচন-নীর, থির নহি বান্ধই,
কান্দই গোবিন্দদাস ॥ ১২৯

জয়জয়ন্তী

প্রাণপ্রিয় দুখ, শুনি শশিমুখী,
পুছই গদ গদ বোল।
অমল কুবলয়, নয়ান যুগলহি,
গলয়ে ঝর ঝর লোর ॥
বেশ বেশায়ল, সবহি বিছুরল,
চললি পরিহরি মান।

তেজল কুলভয়, নাহি গৌরব,
মনহি জাগল কান ॥
পীন পয়োধর, জঘন গুরুতর,
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অম্বর, পন্থ দুরন্তর,
বিহিক বিরচন নিন্দ ॥
গঢ়ল মনোরথে, চলল সুন্দরী,
বিঘন বিপদ না মান।
মিলল ভামিনী, কুঞ্জধামিনী,
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥ ১৩০

কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহুক বিলাস ॥
লোচন লোরে ভরি দুহু পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত ॥
দুহু দুহুঁ পুছইতে দুহু মতি বাম।
দুহু কহলি নিজ সহচরী নাম ॥
ভরমে কহত মরমক বোল।
সহচরী বোধে দুহু দুহু কর কোর ॥
যব দুহু মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহত কিয়ে ভেল ॥ ১৩২

শ্রীরাগ

বদন না কর মলিন ছাঁদ।
বাদে কি আওয়ে পূর্ণিমক চাঁদ ॥
অধর বান্ধুলি মধুর হাস।
নীরস না কর দীরঘ নিশাস ॥
রাই হে অব তেজহ মান।
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙ্গভুজঙ্গম রাহু আগোর ॥
কি ফল মোহে এতহু রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ ॥
বচন অমিয় বিন্দু যে নাহি জীয়ে।
মানকুলিশ দরশায়সি কিয়ে ॥
গোবিন্দদাস-চিতে এই আশ।
তেজন বরয়ে মান অভিলাষ ॥ ১৩১

ভিরোতা—ভূপালী

রসবতী রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে কয়ল দুহু মান ॥
দুহু অতি রোখে বিমুখ না বৈঠ।
দুহু বৃন্দাবন-বন মাহা পৈঠ ॥

কেদার

ইহ মধু যামিনী মাহ।
কাহে লাগি মান দহনে তনু দহি দহি
দুহু মুখ দুহু নাহি চাহ ॥ ধ্রু ॥
উহ সুপুরুখবর বিদগধ-শেখর
এ অবিচল কুলবালা।
বিহি যো না জালল মদন ঘটায়ল
জনু জলধরে বিধুমালা ॥
চাঁদ উদয়ে কিয়ে কুমুদিনী মুদিত
চাঁদনী বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনী কবহু না পেখিয়ে
কিয়ে বিধি মতি ভোর ॥
দুহু তনু পরশ ক্ষণেক পরশহি
জলধরে দামিনীমালা।
ঐছন কামিনী সো সুপুরুখবর
দুহুক তুলহ নববালা ॥
সহচরী বচন শুনিয়া দুহু হরষিত
দুহু মুখ হেরি দুহু হাস।
দুহুক অনুভব পূরল মনোরথ
গোবিন্দদাস পরকাশ ॥ ১৩৩

ধানশী

শ্যাম তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দূর-চিহ্ন কিয়ে আর কত সাজ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখপদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল তান॥
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর।
টীট কানাঞি কয়ল মোহে কোর॥
তবহু যতন করি করইতে মান।
হাস কুমুদে তহি সব করু আন॥
মানিনী মান গরব ভেল চূর।
নাগর আপন মনোরথ পূর॥
তবহু না জানল দিন কিয়ে রাতি।
গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি॥ ১৩৪

ধানশী

মুরলী মিলিত অধর নব-পল্লব
গায়ত কত কত রাগ।
কুলবতী হোই মন্দির ছোড়ি আয়লু
সহিতে না পারি বিরাগ॥
মাধব তোহে কি শিখায়ব আন।
গোরী আলাপি শ্যাম নট সঞ্চরু
অব তুহু বিদগধ জান॥ ধ্রু॥
মুরলী ছোড়ি অছু মধুর আলাপিতে
সব জন নাহি আন।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অবহি সমুঝিয়ে
যতি ঋণে হোত সুঠাম॥
নিরজন জানি হৃদয়ে অব ধারবি
ঐছন গুণবতী ভাষ।
গুণিজন-লাজ ঐছে নাহি হোয়ত
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ১৩৫

বরাড়ী

মনমথ-মকর ডরহি ডর কাতর
মঝু মানস-ঝস কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার তটিনীতট কুচ ঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥
সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসীক মীন বড়শী কিয়ে ডারসি
এ অতি কঠিন বিপাক॥ ধ্রু॥
পুন দেই ঝাঁপ পড়ব যব আকুল
নাভি-সরোবর মাহ।
তাহি রোমাবলী ভুজগী সঙ্গ ভয়ে
ত্রিবেণী বেণী অবগাহ॥
তাহি ফিরত কত কতহু মনোরথ
দৈবিক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী-জালে পড়ল ভেল সংশয়
গোবিন্দদাস রস গান॥ ১৩৬

শ্রীরাগ

মদন-কিরাত কুসুম-শরে জরজর
বৃন্দাবন-বন মাঝ।
তেঁই আকুল হরি তোহারি স্মরণ করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ॥
সুন্দরি তুয়া দিঠি অখিল সন্ধানে।
মনমথ মারিতে জোরি নয়ন-শর
হানলি হামার পরাণে॥ ধ্রু॥
দুহু শরে জরজর জীবন অন্তর
কিয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই রাই অব দেয়বি
অধর-সুধারস পান॥
মণিময় হার তরঙ্গিণী-তীরহি
কুচ-কনকাচল ছায়।

ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব
গোবিন্দদাস গুণ গায় ॥ ১৩৭

শ্রীরাগ

কনকলতা কিয়ে বিকশল পদুমিনী
কিয়ে মহী বিজুরী উজোর।
কুঞ্জকুটীরে কিয়ে উয়ল হিমকর
হেরইতে ভৈ গেনু ভোর ॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহি ভরল নয়ন-শর
হানলি অন্তর চিতে ॥ ধ্রু ॥
তব অগেয়ান কয়লি তুহু ঐছন
অব সুপুরুখ বধ জান।
উচ কুচ পাতর সরস পরশ দেই
উদঘাটহ দিঠি বাণ ॥
আশ পাশ হাস দরশায়সি
অতি খণে ধরবি পরাণ।
বিঘটন সময় পালটি নাহি আওত
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ১৩৮

ধানশী

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরী।
কুসুমহি সব তনু নিরমিত তোরি ॥ ধ্রু ॥
আনন হেম সরোরুহ ভাস।
সৌরভে শ্যাম-ভ্রমর মিলল পাশ ॥
নয়ন যুগল নীল-উৎপল জোর।
সহজ শোহায়ন শ্রবণক ওর ॥
অপরূপ তিলফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমরতরু বাস ॥
বান্ধুলী মিলিত অধর যাহা হাস।
দশনহি কুন্দ-কুসুম পরকাশ ॥
সব তনু ফুটে চম্পক সম গোরা।
পাণিক তল থলকমল উজোরা ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান ॥ ১৩৯

কেদার

দেখ রাধামাধব মেলি।
মুরতি মদন রস-কেলি ॥
ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী-তরঙ্গ ॥
ও বর মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥
ও মত্ত মধুকর-রাজ।
ইহ নব পদুমিনী সাজ ॥
ও নব তরুণ তমাল।
ইহ হেম যুথী রসাল ॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহু ধন্ধ ॥ ১৪০

মল্লার

ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।
কনক-লতিকা রাই তমালকোলে ॥
বীজই বনে বনে ভ্রমই দুহু।
দুহুঁার কান্ধে শোভে দুহুঁার বাহু ॥
দীপ-সমীপে যেন ইন্দ্রনীল মণি।
জলদ জড়ায়ল যেন সৌদামিনী ॥
কষিতে কষিল নহে কুন্দন হেম।
তুলনা দিবার নাহি দুহুঁার প্রেম ॥
বদনে বদন দিতে মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে ॥
চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রস সুধা।
গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা ॥ ১৪১

অনুরাগ

ধানশী

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে, শ্রুতি পরিপূরিত,
না শুনে আপন পরসঙ্গ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর, তনু মন বাতুল
না সহে ধরম-ভয়-লেশ॥ ধ্রু॥
নাসিকা সে অঙ্গের, সৌরভে উনমত,
বদনে নানা লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে, বান্ধল মঝু মনে,
ধরম রহব কোন্ ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে, গুরুজন গরজনে,
কো জানে উপজয়ে হাস।
তহি এক মনোরথ, যদি হয়ে অনুরত,
পুছত গোবিন্দদাস॥ ১৪২

ধানশী

শুনইতে অনুক্ষণ যছু নব গুণগণ
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেল।
দরশনে তাকর এ হেন লোর ঝর
নয়ন শ্রবণ সম ভেল॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি বিঘন বাড়াওল
কানু সমাগম মাঝ॥ ধ্রু॥
যা সঞে কেলি কলারস-লালসে
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি পরশে তনু পরবশ
তবহি অচেতন ভেল॥
হিয়া ঘনসার হাম নাহি পহিরনু
যাক পরশ রস আশে।
তাক বিচ্ছেদে জীউ নাহি নিকসয়ে
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥ ১৪৩

সুহই

সো কুলবতী অতি, দুলহ গতাগতি,
পরম দুরমতি খরধার।
পাপিয়া পিরীতি, এতহু না সমুঝিয়ে,
দোসর মদন গোঙার॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ, কবহু না দূর য়হ,
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র॥ ধ্রু॥
দরশনে নহত, নয়ন ভরি তিরপিত,
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন, জীবন জরজর,
কহত কিয়ে সমাধান॥
বিছুরত মরমে, মরম মহা পৈঠত,
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলন মিলন, দুহু ভেল সমতুল,
গোবিন্দদাস ভালে জান॥ ১৪৪

শ্রীগান্ধার

কাহারে কহিব, কানুর পিরীতি,
তুমি সে বেদনী সই।
রসের ধাধসে ধস ধস হিয়া,
তেঁঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর, রসের সাগর,
আগর সকল গুণে।
সে রস পিরীতি, আদর আরতি,
ঝুরিয়া মরিব মেনে॥ ধ্রু॥
পিরীতি বোল, কত না ছল,
সে কি না আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া, মধুর ভাষিয়া,
হাসিয়া মরম বাঁধে॥

সে মোর কোলেতে, করিয়া ভরিয়া,
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া, বিধু বিড়ম্বিয়া,
পরাণ লইল পিয়া ॥
কাঁচুলী ফাঁড়িয়া, সে রস লুটিয়া,
অমিয়া মধুপ জনু।
কমল কোরক, ভরমে কি হৈল,
গুণিতে ঘূর্ণিত তনু ॥
ও দিঠি চাতুরী, মুখের মাধুরী,
লহরী বহয়ে আর।
এ সুখ শুনিয়া, ঝুরিয়া মরুক,
দাস গোবিন্দ ছার ॥ ১৪৫

ধানশী

পিরীতি কি রীত, কোন অবগাহক,
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে, ধস ধস অন্তর,
পাঁজর জর জর হোই ॥
সজনি তাহে কি কানুক লেহা।
যত যত নিতি, চিতে মঝু উঠয়ে,
ভাবিতে আকুল দেহা ॥ ধ্রু ॥
পরবশ হোই, যো ধনী জীবয়ে,
প্রেমবিলাসক আশে।
দরশন দুলহ, দূরে রহু লালস,
নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥
মরমক বোল, কহত হিয়া ডোলত,
কো কহ জনি পরিবাদে।
গোবিন্দদাস, বচনে হাম ভুলনু,
তাহে ভেল পরমাদে ॥ ১৪৬

কামোদ

সবহু বধূজন, চলু বৃন্দাবন,
গৌরী আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ, বচন রচন করি,
গুরুজন অনুমতি মাগি ॥
হরি হরি কাহে শিখল পরকার।
গুরুজনে বাঁচি, মিছই বচনামৃতে,
দিনহি করল অভিসার ॥ ধ্রু ॥
বেশ বনাওত, ননদী শুনায়ত,
চতুর সখী সঙ্গে বাত।
গৌরী আরাধি, মনোরথ পূরব,
পশুপতি নন্দন সাথ ॥
সুবাসিত কুসুম, কপূরিত তাম্বুল,
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস, পথ দরশায়ত,
যাঁহা নাহি কণ্টক আচোর ॥ ১৪৭

ভাটিয়ারী

সই এবে বলি কি আর কুলের ধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানিলে মরমে ॥
সই, এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ ॥
সই, এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি বসিয়া বয়ান ॥
সই, এবে বলি কি রূপ সামনি।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি ॥
সই, এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে ॥ ১৪৮

ধানশী

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি,
বেকত করবি কুলাচার ॥ ধ্রু ॥
ধৈরয লাজ, করণ তুয়া সমুচিত,
শুনবি গুরুজন ভাষ।

আপক মান, আপে পুন রাখবি,
যৈছে নহত উপহাস ॥
তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভুবন,
কুল শীল গুণবন্ত।
ঐছন তুহু কুল, হেরইতে উজোর,
ধন জন গৌরব অন্ত ॥
ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর,
আনতহিঁ দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ,
অনুরাগ গতি বিপরীত ॥ ১৪৯

ধানশী

কুন্দ-কুসুমে করু কবরকি ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥
চন্দনে চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর ॥
চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি অভিসার রভস-রসে ভোরি ॥
ধবল বিভূষণ অম্বর ধরই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই ॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ-পুতলী যেন রস মাহা বুল ॥
পূরিত মনোরথ গতি অনিবার।
গুরু কুলকণ্টক কি করয়ে পার ॥
মূরতি শিঙ্গার পিরীতিময় ভাব।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস ॥ ১৫০

কামোদ

আদরে আগুসরি, রাই হৃদয়ে ধরি,
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে, নয়নযুগ মুছই,
হেরই চির থির আঁখি ॥
পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে, সব দুখ মিটল,
সোই আপনে কর সেবা ॥ ধ্রু ॥
হিমকর শীতল, নীরহি তিতল,
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনীদলে, মৃদু মৃদু বীজই,
পুছই পন্থ কি দুখ ॥
অঙ্গুলি চিবুক ধরি, বদনে তাম্বুল পূরি,
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভণ, নিতি নব নূতন,
রাইক অমিয় সিনান ॥ ১৫১

ভূপালী

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
মিলন দুহু তনু গলে গল লাগি ॥
তহিঁ এক রঙ্গিণী পরম রসাল।
দুহু গলে দেওল এক এক ফুলমাল ॥
টুটব ভয়ে দুহু পড়ু এক বন্ধ।
দৈবে ঘটাওল প্রেম-আনন্দ ॥
সখী মুখ হেরইতে উলসিত ভেল।
দুহু মেলি মালা সেই সখী গলে দেল ॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহু অধরামৃতে দুহু মুখ ভরু ॥
দূরে গেও ময়ূর-শিখণ্ড পীতবাস।
দুহু গুণ গাওত গোবিন্দদাস ॥ ১৫২

ধানশী

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ-আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥ ধ্রু ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলু
নিশি হেরি কম্পিত

তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহুযামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরখিয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পূর ॥
একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু
চিরদুখ অব দূরে গেল ॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লু গৃহসুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণহু করি না গণলু
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥ ১৫৩

ভূপালী

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নীচোল ॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি জাত ॥
দশ দিশ দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচনভার ॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ ১৫৪

ধানশী

কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটনু
তাহে কি কাঠ'ক বাধা।
নিজ পরিষাদ সিন্ধু সঞে পউড়নু
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥
সজনি মঝু পরীখণ কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥ ধ্রু ॥
কোটি কুসুম শর বরখিয়ে যছু পর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেমদহনে দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরকি আগি ॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোঁপিনু
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসার
সহচরী পাওল বোধ ॥ ১৫৫

কামোদ

নিলীম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণ ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল ॥
সুন্দরি হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী
কুহু যামিনী ভয় ভাগি ॥
নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীলনলিনী জনু শ্যামসিন্ধুরসে
লখই না পারই কোই ॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে যাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।

গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার ॥ ১৫৬

কেদার

গুরুজননয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোল ঝাঁপলি মুখচন্দ্র ॥
মেঘ যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদনদীপ দরশায়ল পন্থ ॥
চললি নিতম্বিনী হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥
রসধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলাকমল তেজল বরনারী ॥
পরিহরি মৌলিক মালতীমাল।
তেজল মণিময় গীমক হার ॥
নব অনুরাগভরমে ভেল ভোলি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি ॥
বেশ শেষ রহু নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥ ১৫৭

কেদার

দুহু জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার ॥
ঐছে সময়ে বররাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম ॥
দুহু তনু মিলল মনমথে মাতি।
দুহু পরিরম্ভণ সমরক ভাতি ॥
অপরূপ দুহু জন নিধুবন কেলি।
গোবিন্দদাস হেরই সখী মেলি ॥ ১৫৮

জয়জয়ন্তী

মেঘ যামিনী চললি কামিনী
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক
ছোড়ি মঞ্জীর লোল রে ॥
গুরুয়া কুচভরে চল উলট পদ
পীন জঘনক ভার রে।
হেরিয়া যামিনী ফটিক তরু জানি
চমকি ধর নীরধার রে ॥
দেখ ফণিমণি দীপ জনু জানি
বাম করে দেই ঝাঁপি রে।
জানল যুবতী এহি ফণিপতি
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে ॥
প্রাণবল্লভ ভেটল দুর্ল্লভ
দুহু পূরল মন আশ রে।
ঐছনে পাই গেহ সফল করু দেহ
বদত গোবিন্দদাস রে ॥ ১৫৯

গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥
ঐছন জলদ কলয় আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥
চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার ॥
চৌদিকে অথির পবন তরু দোল।
জগ ভরি শীকরনিকর হিলোল ॥
চলইতে গোরী নগর পুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট ॥
যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দদাস ॥ ১৬০

ভূপালী

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি ॥
জাগরে জরজর মনসিজ আগি ॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভৈ গেল প্রাত ॥
আজি ভেল ভালে কুঝটি আন্ধিয়ার ॥
ঐছে সময়ে ধনী চলু অভিসার ॥
বিঘটি মনোরথ অবইতে কান।
ধনী চলু আনছলে মাঘ সিনান ॥
যব তুহু মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত ॥
যব দুহু হরষে তরখে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটস চকোরক জোর ॥
গোবিন্দদাস তুলহ রস গাব।
ভাগণ গঠই মদন পরতাব ॥ ১৬১

সুহই

আজু কৈছে সুন্দরী তেজলি গেহ।
কে জানে কৈছন তোহারি সুনেহ ॥
গুরুজন ভয়ে কি না কাঁপ।
ঘনহু আন্ধিয়ারে সবহু দিঠি ঝাঁপ ॥
তুহু কৈছে হেরলি রাতি।
মরমহি উরল মনমথবাতি ॥
দুতর পন্থসঞ্চার।
চড়ল মনোরথে ইথে কি বিচার ॥
একলি আওলি এত দূর।
অগেহি আগে কুসুম শর পুর ॥
আগে করই দুহু কোর।
মিলল দুহু দুহু তনু তনু জোর ॥
রাধা মাধব ভাব।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস ॥ ১৬২

কেদার

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতলে
মঞ্জীর চীরহি ঝাপি।
গাগরী বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি কাঁপি ॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ গমন ধনী সাধরে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পুন করি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ১৬৩

কেদার

ভীকত চিত ভুজগ হেরি যো ধনী
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুনভাগ ॥ ধ্রু ॥
যে পদতল থল কমল সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আওত যাওত নিশাঙ্ক ॥
মন্দির মাঝ শেজ নাহি তেজত
দোলহী মানয়ে দূর।

অব কুহূ যামিনী চলয়ে একাকিনী
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥ ১৬৪

গান্ধার

যব ধনী ঘরে সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার ॥
কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি।
এতহু দূর তরি তোহে মিলু গোরী ॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলয়ে সঘনে মহী পঙ্ক ॥
উঠইতে ফণী-মণি উজোর হেরি।
কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি ॥
ঐছনে সোঁপনু তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুনেহ ॥
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল ॥ ১৬৫

বরাড়ী

মাথহি পতন তপত পথ বালুক
আপত দহন বিথার।
ননীক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি করল অভিসার ॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহু বিচার ॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারণ
মারুত মণ্ডল ধূলি।
তাপয়ে মেলি চললি বররঙ্গিণী
পন্থহি গেও সব ভুলি ॥
যত সব বিঘনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝাউ
হরি সঞে সমরক তন্ত্র ॥ ১৬৬

কেদার

মণি মঞ্জীর যতনে আনি ধনী
সো পহিরনু দুই হাত।
কিঙ্কিণী গীম হার বলি পহিরল
হার সাজাওল মাথ ॥
সুন্দরী অপরূপ পেখল আজ।
হরি অভিসার ভরম ভরে সুন্দরী
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥ ধ্রু ॥
ঘন আন্ধিয়ার রজনী জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ।
বিষধর ভরল দূরত পথ পাতর
একলি চললি তেজি গেহ ॥
চঢ়ল মনোরথে দোসর মনমথে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহই ব্রজনাগরী
ঐছনে ভেটলি কান ॥ ১৬৭

ভূপালী

গুরু তুরু বঙ্ক উজোরল চন্দ।
গুরুজন নয়ন পদহি পদ ফন্দ ॥
তাহে অতি দুরতর পন্থ সঞ্চার।
ততহি কলাবতী চলু অভিসার ॥
কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন জিত ॥
যাহা ধনী ধাধসে ভাঙ ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহু পাঁচবাণ ॥

সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ।
গোবিন্দদাস কহ পূরল সাধ ॥ ১৬৮

কল্যাণী

বয়সে সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-দরশ রস-লোভে।
কোই রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে ॥
ভালে বনী আওয়ে বৃষভানু তনি।
চরণকমলতলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীররঞ্জিত মধুর ধ্বনি ॥ ধ্রু
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর
নীলবসন মণিকিঙ্কিণী রোল।
গজ অরি মাঝারি উপরে কনয়া-গিরি
বীচহি সুরধুনী মুকুতা-হিলোল ॥
রবি মণ্ডল ছবি জিনি মণিকুণ্ডল
সুন্দর সিন্দুরবিন্দু ভালহি ভালে।
গোবিন্দদাস কহ ভুলল অলিকুল
বেঢ়ল কবরীক মালতীমালে ॥ ১৬৯

প্রেম-বৈচিত্র্য

কেদার

শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল
মদন আলসে দুহু ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
যেমন কাঞ্চণ মণি যোড় ॥
কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহু মুঝ মিটব
অমিয়া করব সিনান ॥
সো মুখ-মাধুরী বহু নেহারণি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পূর ॥
এত কহি সুন্দরী দীর্ঘ নিশাসই
মূরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দদাস পরমান ॥

* * *

রজনী প্রভাতে উঠিয়া নাগর
তেজল নাগরী-পাশ।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন যুগল
মুখে মৃদু মৃদু হাস ॥
কপাল উপরে সিন্দুরের বিন্দু
অধরে কাজর দেখি।
হিয়ার মাঝারে অলক তিলক
নখ-চিহ্ন তাহে সাখী ॥
হিয়ার ছুলিছে বিনা সুতমালা
যুবতী দিয়াছে সাথে।
এ সব ভূষণ সঙ্গেতে করিয়া
ভেটিতে চলিছে রাধে ॥
দেখিতে দেখিতে বিনোদ নাগর
মিলাব রাইর পাশ।
দেখিয়া জ্বলিছে পরাণ পুড়িছে
কহয়ে গোবিন্দদাস ॥ ১৭০

শ্রীরাধার উক্তি

ভূপালী

প্রতি অঙ্গে রতি-চিহ্ন আঁখি ঢুলু ঢুলু।
খসিল কেশ-বেশ মালতী বকুল ॥
বল বল মাধব তোহে পরণাম।
গোঙাই সকল নিশি আয়লি বিহান ॥ ধ্রু ॥
হাম রহল জাগি নিশি একশরিয়া।
চাতুরী না কর চল শতঘরিয়া ॥

চল চল মাধব চল পুনবার।
দগধ শরীর দগধ কত আর॥
চল চল মাধব চল নিজ বাস।
সভয়ে নিবেদল গোবিন্দদাস॥ ১৭১

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি
ভূপালী

(রসময়ি) না কর পরের বোলে ইহা পরতীত।
না হয় করহ শাস্তি যে হয় উচিত॥
অসুর আসিব বলি শুনি ব্রজরাজ।
রোখে রাখল মুঝে মন্দির মাঝ॥
আমার দ্বিগুণ দুঃখ তোমার লাগিয়া।
সভয়ে অরুণ আঁখি রজনী জাগিয়া॥
না মানিয়া না শুনিয়া বোল পরিবাদ।
আপনার মনে জানি নাহি অপরাধ॥
শপথি করিয়া বলি কর অবধান।
স্বপনেহ তোমা বিনে নাহি জানি আন॥
নয়ন অরুণ কোপে কাঁপে বর তনু।
কুটিল ভুরুর ভয়ে ভাঁজে ফুলধনু॥
মিনতি করিয়া বলি বিনোদিনীর পায়।
অনুগত জনে উপেক্ষিতে না জুয়ায়॥
সমুখ সহিতে নারি বিমুখ তোমার।
হাসিয়া সম্ভাষ গোবিন্দদাসে আর॥ ১৭২

তুড়ি

প্রভাতে পরের বাড়ী কোন কাজে আস।
এমতি নিলাজ হাসি এইখানে হাস॥
বিজহ বিজহ বন্ধু আইলা কোন কাজে।
সেই সে রমণী ধনী তোমাকে না সাজে॥
মল্লিকা মালতী যূথী নাগেশ্বর গাঁথি।
আসিবা আসিবা বলি পোহাইনু রাতি॥
রজনী বঞ্চিয়া আইলা জ্বালাইতে আগুন।
বিহানে আইলা পোড়া-ঘায়ে দিতে নূণ॥
যাঁহা বসি আছ তাঁহা তুলি ফেলি মাটী।
এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়া-ঝাঁটি॥
যেমন নাগরী সঙ্গে পাইয়াছ সুখ।
তাহার লাবণ্য জলে ধোও গিয়া মুখ॥
হেট মাথে রহে নাগর নয়নে বহে লোর।
গোবিন্দদাস কহে কি কহব ওর॥ ১৭৩

ভূপালী

তেড়চ নয়নে ধনী হেরই বামে।
তহি নহি দেখল নাগর শ্যামে॥
চমকি উঠই তব চৌদিশে হেরি।
সখীগণ আড়ে নেহারত গোরী॥
যব নহি দেখল নাগর কান।
দূরহি দূরে গেও রোখ সঞে মান॥
তবহি ঝুরই ধনী কত অনুবন্ধ।
হিয় পর জাগল সো মুখ-চন্দ॥
সখীরে পুছই তব কাঁহা মঝু নাহ।
কহইতে বাঢ়য়ে বিরহক দাহ॥
গোবিন্দদাস কহ কৈছন মান।
অবিচারে কাহে উপেখলি কান॥ ১৭৪

সুহই

সুন্দরি ঐছে বিদগধ মন লেই।
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব
সখীগণ অপযশ দেই॥ ধ্রু॥
সহচরী মেলি চরণ ধরি সাধলুঁ
রহলি যৌবন-মদে মাতি।
কুটিল নেহারি গারি মুঝে দেয়লি
পুন দগধসি নিজ সাথি।
হাম তুয়া লাগি আগি যদি পৈঠব
তবহু নহব পরতীতে।
অলখিতে উপেখলি রসবতী আপন
সহচরী বচন উপেখি।

গোবিন্দদাস কহ নিজ নিকটে রহ
রাখব অনুজন দেখি ॥ ১৭৫

বিহাগড়া

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥
জানলু রে সখি প্রেম আগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান ॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কুল না পাই ॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত্রপুতলী সম চায় ॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দদাস চিতে সচকিত ॥ ১৭৬

বিহাগড়া

রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ।
রাই কহই ধনি বিরহ হুতাশ ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ জলধি কব উতরব হাম ॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধব তাই ॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর ॥ ১৭৭

ধানশী

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখশশী দুখ দূরে গেল ॥
সহচরীগণ সব চমকিত ভেল।
সজল নয়ানে আলিঙ্গন ধনী কেল ॥
আচরে মোছায়ত নয়ানক লোর।
যতনহি দৃঢ় করি দুহু করু কোর ॥
কোই সখী দেওত চামর বায়।
গোবিন্দদাস দুহু গুণ গায় ॥ ১৭৮

বিহাগড়া

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ হুতাশে ॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
হেম আঁচলে রহু যৈছন খোঁজি
ফিরত আনহি ঠাঞি ॥ ধ্রু ॥
কহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদন বেদনে রহু জাগি ॥
রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নাহি ফুর।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥ ১৭৯

বিহাগড়া

বহুক্ষণ পরিচয় ভেল।
বিরহ বেদন দূরে গেল ॥
দোঁহে দোঁহে কোরে আগোরি।
সহচরী হেরি বিভোরী ॥
অদভূত প্রেম চরিত।
হেরইতে চমকিত চিত ॥
কোরহি দেখিতে না পায়।
ঐছন না শুনি কোথায় ॥
পুন দোঁহে নিবিড় বিলাস।
দূরে গেও বিরহ হুতাশ ॥

গোবিন্দদাসক দাস।
ইহ গুণ আনন্দে ভাষ ॥ ১৮০

কামোদ

অন্তরে উপজল প্রেম-তরঙ্গ।
গোই রোই চলু দোতিক সঙ্গ ॥
আগুসরি ধরতহি দোতিক পাণি।
মঝুলাগি যতনে কহবি দউপাণি ॥
ধনি যদি রোখে সহবি নিজ গায়।
ইথে লাগি তুহারি ধরব হাম পায় ॥
এত কহি নাহ দোতি দুহু মেল।
কুঞ্জ নিয়ড়ে আমি উপনীত ভেল ॥
নাগর-অঙ্গ-গন্ধ ধনী তহি পাই।
তৃষিত চাতকী চলু চৌদিগে চাই ॥
তৈখনে সমুখে আয়ল যব কান।
নাহ হেরি ধনী বাঢ়ল মান ॥
গোবিন্দদাস কহ কি কহব হাম।
আপনে ভাঙ্গহ মানিনী-মান ॥ ১৮১

শ্রীরাগ

এ ধনি রূপ নাহি সহয়ে নয়ান।
এতহু নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিন রজনী নাহি জান ॥ ধ্রু ॥
সিন্দুর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত
ভাল সুধাকর কাঁতি।
সো ঘন চিকুর তিমির ঘন চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি ॥
লোচন যুগল কমল কিয়ে কুবলয়
খঞ্জন চারু চকোর।
কাজরজালে পড়ত কিয়ে সংশয়
ততহি ভ্রমই অলি জোর ॥
তবহি যো হাসি অধর দরশায়সি
অরুণিম কৌমুদী কাঁতি।
মোহিত জন বিফল পুন মোহন
গোবিন্দদাস নাহি ভাতি ॥ ১৮২

বেলোয়ার

মঞ্জু চরণযুগ যাবক রঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিণী রণরণি
কুঞ্জর দমন গমন ক্ষীণ মাঝে ॥
সাজলি শ্যাম বিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গি রঙ্গিণী
মদন মোহন ছাঁদে ॥ ধ্রু ॥
কনক কটোর চোর কুচ কোরক জোর
উজোর মোতিম দাম।
ভুজযুগ থির বিজুরীপরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম ॥
মনোরম হাস সুধারস নিরসন
দশনজ্যোতি জিত মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল লোল মণিকুণ্ডল
দশ দিশ ভরল নয়ান শরপাঁতি ॥
ঝাঁপিল কবরী ভালে অলকাবলী
ভাঙ ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারলি
শিঙ্গার দেব অধিদেবী ॥ ১৮৩

বিহাগড়া

এ ধনি আঁচরে বদন ঝাপাও।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
আনত আনত চলি যাও ॥
মুখমণ্ডল কিয়ে শরদ-সরোরুহ
তালহি অষ্টমীক চন্দ।

মধুরিপু মরম ভরম যাহা ঐছন
তারে কি গণিয়ে মতি মন্দ ॥
জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থলকমল উজোর।
তহি নখচাঁদ ভরম ভরে ঐছন
ততহিঁ পড়ত জানি ভোর ॥
ভাঙ ধনুয়া কিয়ে স্থতনু ধুনায়সি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।
সে কিয়ে অতনু পতগ শিরে ডারসি
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ ॥ ১৮৪

শঙ্করাভরণ

এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।
জনি ভেটত হরি কুঞ্জক মাঝ ॥
তুহু গজগামিনী মতি অতি ভোর।
উচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর ॥
যৌবন গরবে না হেরবি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত ॥
যব তোহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ ॥
সো খর নখর পরশ যব হোতি।
এ কুচকুম্ভে না রাখিবি মোতি ॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মুরছি পড়বি ধরণী নিপাত ॥
গোবিন্দদাস যবহু সোঙরাব।
অধরস্থধা দেই তবহি জায়াব ॥ ১৮৫

দেখ দেখ নাগররাজ।
চললহি সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ ॥
কিশলয়-পুঞ্জহি শেজবর কেল।
তঁহি পর বৈঠি পুন তরখিত ভেল ॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহু না সুন্দরী করল পয়ান ॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস ॥ ১৮৬

গান্ধার

রাইক আগমন বাত।
শুনইতে উলসিত গাত ॥
তাহে কহই বরকান।
নাগ-দমন মঝু নাম ॥
খগকতি রহু মঝু পাশ।
সবহু সে করব গরাস ॥
বিকট মকর পুন হোয়।
এক না রাখব সোয় ॥
দৈব করয়ে যব আন।
দংশয়ে হামারি বয়ান ॥
রসনা ধন্বন্তরি আগে।
তহিঁ পুন অমিয়া লাগে ॥
নিরবিষ হোয়ব তায়।
জীতব এহি উপায় ॥
এত শুনি সহচরী গেল।
গোবিন্দদাস মতি দেল ॥ ১৮৭

শ্রীরাগ

কাননে সবহু কুসুম পরকাশ।
শারী শুক পিককুল মধুরিম ভাষ ॥
ময়ুর ময়ুরীগণ ঘন দেই নাদ।
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ ॥

সিন্ধুড়া

শারদ সুধাকর মণ্ডল খণ্ডন
বদন কমল বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম মনোহর
চিত চোরায়লি হাস ॥

আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু যুত শত সেবিত
লাবণি বরণি না যাই ॥ ধ্রু ॥
বরী বকুলফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি করুণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণী রণরণি বোল ॥
পদ-পঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
পূরিত খঞ্জন ভাষ।
মদন মুকুর জনু নখ মণিদরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস ॥ ১৮৮

ধানশী

মঝু-পদ দংশল মদন ভুজঙ্গ।
গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥
তুহু যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মুগধল জন তব জীবন পায় ॥
পহিলহি ঝাঁপবি দিঠে পসারি।
করে কর পঞ্জরে ভার সম্ভারি ॥
শ্রমজল অঙ্গহি করবি বিথার।
কুচযুগ কলসে করবি পাণি সার ॥
খর নখ রঞ্জনী তুয়া নখ মানি।
ঝরবি নিরবিষ উর পর হানি ॥
যতনে অধর ধরি অধর-রস দেবি।
অধরক দংশনে অধরবিষ নেবি ॥
রজনি উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি ॥ ১৮৯

ধানশী

সুন্দরি তুরিতহিঁ করহ পয়াণ।
সবহু তীরথফল স্বামী সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ডে সিনান ॥ ধ্রু ॥
ঐছন বচন কহল যব সো সখী
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহু উপহার সুকপূর চন্দন
লেওল ভানুক লাগি ॥
সবহু সখী মেলি দেই হুলাহুলি
চলতহিঁ পন্থক মাঝ।
সো বর সুন্দরী করি পথ চাতুরী
মিলায়ল নাগররাজ ॥
রাইক বদন- চান্দ হেরি মাধব
পূরল সব অভিলাষ।
দুহু দরশনে দুহু আরতি নব নব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥ ১৯০

জলক্রীড়া

ধানশী

সখীগণ মেলি যে করল পয়াণ।
কৌতুকে কেলি-কুণ্ডে অবগান ॥
জলমাহ পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহু জন সমর করল জলকেলি ॥
বিছুরল কুন্তল জরজর অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ ॥
সখীগণ বেঢ়ল নাগরচন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহ ধন্ধ ॥ ১৯১

ধানশী

কেলি-অবশেষে ও বর নাহ।
সখী সঞে কেলি-কুণ্ডে অবগাহ ॥
তাঁহা করল অপরূপ জল-কেলি।
সখীগণ সঞে নাগরী একু মেলি ॥ ধ্রু ॥
দোরথে যৈছে যুরুত দউ বীর।
তৈছন সিঞ্চত দুহুক শরীর ॥

গোবিন্দদাস পহু কুণ্ডক ঠাহ।
অবসরে রাই কর জল-অবগাহ॥ ১৯২

ধানশী

নাহি উঠল দোঁহে কুণ্ডক-তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
অঙ্গে বনাওল নব নব বেশ।
কুঞ্জক-মাঝে করল পরবেশ॥
বিবিধ মিঠাই কতহু উপহার।
ভোজন করি তঁহি কত পরকার॥
রাইক যতনে সোই শ্যামরায়।
বহুবিধ ভুজল হরিষ হিয়ায়॥ ১৯৩

মহারাস

কানাড়া

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যামমোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত-চোরণী॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল রোলনী।
বিছুরি গেহ নিজহু দেহ
একু নয়নে কাজর-রেহ
যাহে রঞ্জিত একু মঞ্জীর
একু কুণ্ডল ডোলনী॥
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগেতে ধাওত যুবতী-বৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী॥
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছনে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস বোলনী॥ ১৯৪

ধানশী

কি যে শুনি সুধাময় মূরলীর রব।
না সম্বরে অম্বরে ধায় গোপী সব॥
করে তুলি পরে কেহ পদ-আভরণ।
কেহ পরে নিজ আধ নয়নে অঞ্জন॥
সদন ছাড়িয়া কেহ কাননেতে ধায়।
পয়পানে শিশু ছাড়ি সেহ গোপী যায়॥
এক গোপীরে পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম-অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সেই রামা।
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা॥ ১৯৫

মল্লার

বিপিনে মিলল গোপ-নারী
হেরি হসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ান পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু গাহনী।
পুছত সবক গমন ক্ষেম
কহত কিয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহু কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন রজনী ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
থোর নহত কাহিনী।

গলিত ললিত কবরীবৃন্দ
কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ
বেঢ়ল বিপথবাহিনী ॥
কিয়ে শারদ চান্দনী রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলী সাহিনী।
এতহু কহত না কহ কোই
রাখত কাঁহে মনহি গোই
ইহই আন নহই কোই
গোবিন্দদাস গায়নী ॥ ১৯৬

ধানশী

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান ॥
টুটল সবহু মনোরথ করণী।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী ॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই ॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহু ইহ অনুবন্ধ ॥
ভাঙ্গহি কুলশীল মুরলীক গানে।
কিঙ্কিণীগণ জনু কেশ ধরি আনে ॥
অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
থাম্মিক হরয়ে কিয়ে কুমারী নিচোল ॥
তোহে সোঁপিত জীব তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব ॥
এতহু কহত ব্রজ-যুবতী মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল ॥
কবি পরসাদ তহি করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস ॥ ১৯৭

কামোদ

কাঞ্চন মণিগণ জনু নিরমাওল
রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকত সম
শ্যাম নটবর রাজ ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার।
থির বিজুর সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরখিয়ে অনিবার ॥ ধ্রু ॥
কত কত চন্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনকলতায়ে তমালহ কত কত
দুহু দুহু তনু তনু বান্ধে ॥
কত কত পদুমিনী পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ।
মধুকর মিলি কত পদুমিনী গাওত
মুগধল গোবিন্দদাস ॥ ১৯৮

কেদার

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ ॥
ও বরমরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশ বাণ ॥
রাধামাধব মেলি।
মুরতি মদন রস কেলি ॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেন যুথী রসাল ॥
ও নব পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকররাজ ॥
ও মুখচান্দ উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর ॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ ॥ ১৯৯

বিহাগড়া

নন্দনন্দন সঙ্গে শোহন
নওল গোকুলকামিনী।
তপন-নন্দিনী তীরে ভালি বনি
ভুবনমোহন লাবণী॥
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজে পাখোয়াজ
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলাসে গোবিন্দ প্রেম আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী॥
চারুবিচিত্র তুহুক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনী।
তুহু কলেবর ভরত শ্রমজ
মোতি মরকত হেম মণি॥
উর বিলোল বাজত কিঙ্কিণী
নূপুর-ধ্বনি সঙ্গিয়া।
গীম দোলনী নয়ন-নাচিনী
সঙ্গে রসবতী রঞ্জিয়া॥
রাধে মাধব বিবিধ বিলসই
সঙ্গে রঙ্গিণী মাতিয়া।
নীল দরপণ শ্যাম মূরতি
হেরত গোবিন্দদাসিয়া॥ ২০০

গোষ্ঠবিহার

ময়ূরকণ্ঠক তাল

আজু বিপিনে যাওত কান
মূরতি মূরত কুসুম বাণ
জলদজলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গী নটবর শোহিনী।
ঈষত হাসত বদনচাঁদ
তরুণী নয়ন নয়ন ফাঁদ
বিম্ব অধরে মুরলি খুরলি
ত্রিভুবন-মনোমোহিনী॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ
পিঞ্ছ-নিচয় রচিত মুকুট
মকর-কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
সঘনে যাওত শ্রবণ ওর
গীম শোহন রতন-রাজ
মোতিম-হার লোলনী॥
কটি পীত পট কিঙ্কিণী বাজ
মদগতি অতি কুঞ্জররাজ
জানুলম্বিত কদম্বমালা
মত্ত মধুকর ভোরণী।
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ
তরুণ তরণি কিরণগঞ্জ
গোবিন্দদাস হৃদয় রঞ্জ
মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী॥ ২০১

তুড়ি

গোঠ-বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর।
জননী-বিরচিত বেশ উজোর॥ ধ্রু॥
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া॥
সমবয় বেশ সবহু করি ছান্দ।
রাম বামে চলু শ্যামরচান্দ॥
ময়ূর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল টলমলিয়া॥
শিরপর চান্দ অধরপর মূরলী।
চলইতে পন্থে করয়ে কত খুরলী॥
কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া॥
মণি-মঞ্জীর বাজত রণঝনিয়া।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥ ২০২

সারঙ্গ

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরই যমুনা-তীর।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর ॥
বাজত ঘন ঘন বেণু।
হৈ হৈ রাব হাম্বা রব গরজন
আনন্দে মগন চরত সব ধেনু ॥ ধ্রু ॥
সম-বয়-বেশ কেশ পরিমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল
হেরইতে জগজনমন করু ভোর ॥
বলয়-নিসান কনক কটি কিঙ্কিণী
নূপুর রুণু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস পহু নিতি নিতি ঐছন
বিহরই নব ঘন বিপিন সমাজ ॥ ২০৩

ভুড়ি

গোঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ
সখাগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল।
বৎসক বান্ধি ছান্ধি ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেল ॥
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গো-ধূলি-ধূসর অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
নব নব পল্লব গুচ্ছসুমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক বেড়ল দাম।
মকরকৃত মণি কুণ্ডল দোলনি
হেরই চমকে পড়য়ে কত কাম ॥
বনফুলমাল বিরাজিত উরপর
কিঙ্কিণী রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পহু জগমনমোহন
ব্রজরমণীগণ হরষিত তায় ॥ ২০৪

দানলীলা

ভাটিয়ারী

চললি রাজপথে রাই সুনাগরী
নাস বেশ করি অঙ্গে।
স্বর্ণ-ঘটী করি গাভী-ঘৃত ভরি
প্রাণসখীগণ করি সঙ্গে ॥
বিনান পাটের জাদে বান্ধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতীমালে।
সীঁথায় সিন্দূর লোচনে কাজর
অলক তিলক ভালে ॥
মণিময় আভরণ শ্রবণে কুণ্ডল
গীমে সুরেশ্বরী হার।
রূপ নিরুপম বিচিত্র কাঁচুলি
পীন পয়োধর ভার ॥
চরণ-কমলে রাতুল আলতা
মোহন নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস ভণে এ রূপ-যৌবনে
জিতবি নিকুঞ্জরাজে ॥ ২০৫

ভাটিয়ারী

শ্রীরাধার উক্তি

গোঠে গেল বিনোদিয়া সকালে গোধন লইয়া
দিয়া শিঙ্গা বেণুর নিশান।
গুরুজন আঙ্গিনাতে না পারিলাম বারাইতে
না হেরিলাম সে চান্দ-বয়ান ॥
কোন্ পথে গেল শ্যামরায়।
যে মোর করিছে প্রাণ মন করে উচাটন
চান্দমুখ দেখিলে জুড়ায় ॥ ধ্রু ॥

যশোমতি নন্দ ঘোষ তাহারে কি দিব দোষ
গোকুলে গোধন হইল কাল।
আমা সভার প্রাণধন গোকুল-জীবন ধন
গোঠে গেল মদনগোপাল॥
চল যাই সেই পথে পসরা করিয়া মাথে
যেখানে আছয়ে শ্যামরায়।
আহা মরি ননী জিনি সুকোমল তনুখানি
গোবিন্দদাস বলি হারি যায়॥ ২০৬

সুরট

শ্রীকৃষ্ণ :—
বিনোদিনী না কর চতুরপণা।
ভাঁড়িয়া আমারে হিয়ার মাঝারে
লইয়া যাইছ সোনা॥ ধ্রু॥
নিবেদন করি শুন লো সুন্দরি
সহজে তোমরা ধনী।
দধি ঘৃত দেখি যাহ বিলাইয়া
তবে সে মহিমা জানি॥

শ্রীরাধা :—
গোয়ালা-ধরম রাখিতে গোধন
ফিরহ গহন বনে।
পথে লাগি পায়্যা পরনারী লয়্যা
সাধ সাধিয়াছ মনে॥
নাগর নাগরী রসের চাতুরী
শুনি সখীগণ হাসে।
অনুগা হইতে সাধ লাগে চিতে
কহয়ে গোবিন্দদাসে॥ ২০৭

সুহই

আহা কি দেখি গো বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধরে॥
শ্যামচান্দের উপরে ধবল চান্দের কলা।
তাহার উপরে শোভে তিমিরের মালা॥
তাহার উপরে কিবা ইন্দ্রধনু সাজে।
এমন অদ্ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছে॥
ইন্দ্রধনু জিনিয়া সে ভুরু ধনু-ছটা।
গোবিন্দদাসের মন করে লটপটা॥ ২০৮

বরাড়ী

এই ত বৃন্দাবন-পথে।
নিতি নিতি করি গতাগতে॥
হাতে করি লই যাই সোনা।
তুমি কে না কহে হেন জনা॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই॥
সঙ্গে সবে ঘৃতের পসার।
তাহে কেনে এতেক জঞ্জাল॥
তুমি ত বরজ যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ২০৯

ধানশী

তোঁহারি হৃদয়ে যে বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচগিরি কোর।
সুন্দর বদনছবি কনকধূম পিবি
ততহিঁ তপত জীউ মোর॥
সুন্দরি তোহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে কাঁহা চলি যাওব
তুহু সে তীরথময়ী গৌরী॥ ধ্রু॥
সিন্দুর সুন্দর মৃগমদে পরশল
এই সুরয-গ্রহ জানি।
তুয়া পদনখ দ্বিজ রাজহি সোঁপনু
সুন্দরি সহস্র পরাণী॥
কামসাগর হাম সহজেই নিমগন
কাম পুরবি তুহু রাই।

শ্যামর বলি অব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥ ২১০

ভূপালী

রাধামাধব নীপমূলে।
কেলি-কলা রসদান ছলে ॥
দূরে গেও সখীগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ মূলে লুটই রাই ॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ যেন হইল মিলান ॥
দোঁহের অধর-মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিলা রাই ঘনরস দান ॥
মিলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥ ২১১

বরাড়ী

চিকুরে চোরায়সি চামর-কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাঁতি ॥
এ গজগামিনি তো বড়ি সেয়ান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধরদান ॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার।
বরণে চোরায়সি কুঙ্কুমভার ॥
কনককলসে ঘনরস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই ॥
তেঞি অতি মন্থর চরণসঞ্চার।
কোন তেজব তোহে বিনহি বিচার ॥
সুবল লেহ তুহু গো-রস দান।
রাই করব অব কুঞ্জে পয়াণ ॥
যাহাঁ বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ ॥ ২১২

সুহই

কি করবি গোরস দান।
আপনা দেহ সমাধান ॥
অধরে অমিয়া-রস তোর।
যৌবন যোধ আগোর ॥
তোহে কহি সুন্দরি রাধে।
হরি সঞে না কুরু বাদে ॥
কুচকনকাচল পারে।
শোভতহি মোতিম হারে ॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশে।
বেণী ভুজঙ্গিনী পাশে ॥
ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
খর শর নয়ন তরঙ্গ ॥
অতয়ে বুঝিয়ে রণ আশ।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥ ২১৩

নৌকাবিহার

ধানশী

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে কত খেলত
খেলত নটবর-রাজ।
ভোর মনোরথে চলল বিপিন পথে
ছোড়ি শিশু সঙ্গহি মাঝ ॥
চতুর-শিরোমণি কান।
হেরি যমুনাজল মনসিজ মাতল
পূরল মুরলী নিশান ॥ ধ্রু ॥
সুজল তরণীখানি প্রবাল মুকুতা-মণি
মাঝে মাঝে হীরার গাঁথনি।
সারি সারি যোজে গুড়া রতন কাঞ্চনে মোড়া
ফেরয়ালে বাজত কিঙ্কিণী ॥
তপন-তনয়া তীরে তরণী লইয়া ফিরে
বিদগধ নাগর-রাজ।

গোবিন্দদাস কহে নৌকায় বসি রহে
ফেরয়ালের ঘুজ্যুর বাজ ॥ ২১৪

———

শ্রীরাগ

যব লহু লহু হাসি মরমে রহল পশি
নায়ে চঢ়ায়ল ওই।
ইতখনে মঝু মন ভেলহি আন ছলে
বেকত ধরল কল সোই ॥
এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ।
সে নাবিক অতি চঞ্চল চপল মতি
অব যেউ তেউ পরবোধ ॥ ধ্রু ॥
গগনহি সঘন বিজুরী ঘন ঝলকই
দিনহি ভেল আন্ধিয়ার।
খরতর পবনে তরণী ঘন ঘূরত
পৈঠত জল অনিবার ॥
দুরজন জানি পড়ল জীউ সঙ্কটে
ইথে জনি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে অব সব সখী জীয়ব
গোবিন্দদাস কহ সার ॥ ২১৫

———

ধানশী

এ নব নাবিক শ্যামরচন্দ।
কৈছন তোমার হৃদয় অনুবন্ধ ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার।
ফারনু কাঁচুলি ডারনু হার ॥
কর অবসান নাহি সিঞ্চইতে নীর।
এতখনে অবহু না পাওল তীর ॥
হাম নিরাশ তুহু হাসি উতরোল ॥
কেহ জীউ তজই কেহ হরি বোল ॥
এত দিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ!
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ ॥

উঠত কূলে পরে যো তুহু মাগ।
কাঁহ সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ ॥
গোবিন্দদাস কহ সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন নাওক মাঝ ॥ ২১৬

———

হোরীলীলা
বসন্ত

ঋতুপতি বিহরতি নাগরশ্যাম।
রাধা রঙ্গিণী সঙ্গিনী বাম ॥ ধ্রু ॥
চুয়া চন্দন পরিমল কুঙ্কুম
ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ
যুবতীযূথ শত গাওত হোরী ॥
কেহু ধরু অম্বর কেহু হার হর
কেহু তনু পশিয়া রহলহি ভোরি।
কেহু লেই মুদরী কেহু লেই মুরলী
দূরহি দূরে কেহু গাওত হোরী ॥
ডম্ফ রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ
করতাল তাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর
নাচত গাওত তাল ধরি ॥ ২১৭

———

বসন্ত

খেলত ফাগু বৃন্দাবনচন্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনোরথ ছন্দ ॥
সুন্দরীগণ করমণ্ডলীমাঝ।
রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী সাজ ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়ানে ॥
চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধাওল গিরিধারিক এক সনে ॥
তরল নয়ানী তুরিতে এক যাই।
করে সঞে কাড়ি মুরলী লেই ধাই ॥

ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হোরী তুমুল উতরোল ॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল সবে একবরণী ॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ ॥ ২১৮

বসন্ত

নীলাচলে বনকাচল গোরা।
গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা ॥
দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গ।
পুলক-কদম্ব করম্বিত অঙ্গ ॥
ফাগুয়া খেলত গৌরতনু।
প্রেমক সিন্ধু মূরতি জনু ॥
ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর।
অরুণ নয়নে বহে অরুণহি নীর ॥
ফুল্ল হিলোলিত অরুণিত মাল।
অরুণ ভকত সব গাওয়ে রসাল ॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ান ঢুলাওত প্রেমতরঙ্গ ॥
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সে নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস ॥ ২১৯

বসন্ত

ফাগু খেলত বর নাগর রায়।
রাধা রঙ্গিণী বহুবিধ গায় ॥
হাসি হাসি সুন্দরী মনমথ রঙ্গে।
ফাগু লেই ডারয়ে নাগর-অঙ্গে ॥
রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি ॥
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলিহু মোড়ি ॥
ফাগু দেয়ল হরি লোচনে জোর।
মুদল ধনী তুহু লোচন-চকোর ॥
অধরহি চুম্বন করু কত কান।
গোবিন্দদাস তুহুক গুণ গান ॥ ২২০

বিহার
কেদার

রাধামাধব কুঞ্জহি পৈঠল
রতিরণরঙ্গ রসালা।
রণবাজন ঘন কোকিল কলরব
ঝঙ্করু মধুকর মালা ॥
সজনি হেরি তুহু দিঠি ঝাঁপ।
মনমথ সমরে কুসুমশর কত
সোঙরি সোঙরি জিউ কাঁপ ॥ ধ্রু ॥
পহিলহি রাই নয়ান-শরে হানল
আকুল কুঞ্জকরাজ।
ভুজযুগ বরুণ পাশে ধনী বান্ধল
নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ ॥
রোখবি রাই তুহি পুন হরি উরে
কুচ কাঞ্চনগিরি হান।
সো গিরিধর-বর নখরে বিদারল
বিচলিত মানিনী মান ॥
শ্রমভরে তুহু তুহু অধরমধু পিবই
তুহু গুণ তুহু পরশংস।
তুহু তুহু গণ্ড মুকুরে নিজ ছাহ হেরি
ভরমহি তুহু করি দংশ ॥
সিন্দুরদহন বাণ হেরি মাধব
মৃগমদজলজে নিভাই।
পিঞ্জ মুকুট ভয়ে বেণী ভুজঙ্গিনী
বিলুঠই মহী গড়ি যাউ ॥
মাতল মদন রাজমদ কুঞ্জর
অলক অঙ্কুশ নাহি মান।

তোড়ল নীবিবন্ধ গীম কয় বন্ধন
নিজ পর দুহু নাহি জান।
রতিরণ তুমুল পুলক কুল সঙ্কুল
ঘন ঘন মঞ্জীর বোল।
নিজ মদে মদন পরাভব পাওল
কুণ্ডল গণ্ডহি লোল ॥
অনুক্ষণ কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্করু
রতি জয়মঙ্গল তুর।
মনমথকেতু মকর-গতি যাওত
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥ ২২১

বিভাষ

বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া।
পাখিগণে কহে সম্বোধিয়া ॥
হেরি দেখ নিশি বহি গেল।
দশ দিশ অরুণিত ভেল ॥
নিজ নিজ সুমধুর স্বরে।
জাগাইছে শ্রীরাধা-শ্যামেরে ॥
বৃন্দাদেবীর আদেশ পাইয়া।
রাই শ্যামে কহে সম্বোধিয়া ॥
ওহে শ্যাম ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মোরা কিছু করি নিবেদন ॥
সুবদনি কর অবধান।
নিশি গেল হৈয়াছে বিহান ॥
জাগো জাগো যুগলকিশোর।
অরুণ কিরণ হেরি ঘোর ॥
কুমুদিনী তেজি অলি ধায়।
আর তো রহিতে না যুয়ায় ॥
সখীগণ শুনি চমকিত।
গোবিন্দদাস-চিত ভীত ॥ ২২২

বিভাষ

জাগি শ্যাম-কোরে বৈঠালি নারী।
ঘুম-আবেশে কভু চমকি উঠয়ে ধনী
পুন ঘুমত পুন সারি ॥ ধ্রু ॥
চান্দ মলিন মুখ চান্দ নেহারই
ঘুমে মুদিত দেখি আঁখি।
বিপুল পয়োধর হেরি কমলবর
বিকসল নিজ নিজ শাখি ॥
জনু আলি কুঞ্জে দৈবে নিশি বঞ্চল
চঞ্চল গমনক সাধে।
উঠত চাহি হেরি পুন মুখশশী
কিরণহি নিরগম বাধে ॥
অঙ্গ মোড়ি কভু জিম্ভত সুন্দরী
চুটকত অঙ্গ বিজোরি।
গোবিন্দদাস দাস তহি কহতহি
কবহি নিবারত গোরী ॥ ২২৩

বসন্ত-লীলা

তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি।
কুসুমভার কত অবনত শাখী ॥
তঁহি শুক সারিণী কোকিল বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল ॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
ষড় ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ ॥
বিকশিত কুবলয় কমল-কদম্ব।
মাধবী মালতী মিলি তরু লম্ব ॥
কাঁহা কাঁহা সারস হংসনিসান।
কাঁহা কাঁহা দাতুরী উনমত গান ॥
কাঁহা কাঁহা চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাঁহা কাঁহা উনমত নাচয়ে ময়ুর ॥
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাতি।
চৌদিকে বেঢ়ল কুসুমক পাঁতি ॥ ২২৪

কেদার

রজনী উজাগরি নাগর নাগরী
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিশয় রসভরে শ্যাম নাগরের কোরে
অঙ্গ হেলি রহল নিঝুমে॥
দেখ সখি অপরূপ ছান্দে।
শ্যাম নাগরের কোরে শুতিয়া রহল ধনী
কানু নেহারে মুখ-চান্দে॥ ধ্রু॥
কুঞ্চিত কুণ্ডল ভালে লাগিয়াছে
সিন্দুর কাজর মৃদু ঘামে।
ফুয়ল কবরী আধ বিনন পাটের জাদ
বীড় খসল কর বামে॥
নীলবসন ভিজি অঙ্গে লাগিয়াছে
শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস।
যৈছে চান্দ কলা মেঘে গরাসল
নিয়খই গোবিন্দদাস॥ ২২৫

ললিত

দেখ সখি গোরী শুতল শ্যাম-কোর।
নাগর নীল রতন কিয়ে কাঞ্চন
কুবলয় চম্পক জোর॥ ধ্রু॥
গোরী সুনাগরী অধরে অধর ধরি
ঘুমায়ল বিদগধ চোর।
কনয় কমলে অলি মাতি রহল জনু
হিমকর শ্যাম চকোর॥
পীন পয়োধর তুহু মনোহর
রাতুল করযুগ সাজ।
উলটি কমল বিকচ কিয়ে ঝাঁপল
কনয় ধরাধররাজ॥
নাগরী গুরু উরে নাগর বেঢ়ল
নাগরী ভুজ বেঢ়ি অঙ্গ।
জলদে বিজুরী যৈছে বেঢ়ল তুহু তনু
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥ ২২৬

বরাড়ী

মন মাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমর করু তাঁহি।
মারত বদন নেহারি কুসুম-শর
শোহত সমরক মাহি॥
কো কহু মরমক কেলি।
নওল কিশোর নওল নব নাগরী
ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥ ধ্রু॥
মণিময় ভূষণ তনু তনু শোহন
রুণু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমনী-শিরোমণি
জিতল বিদগধ-রাজে॥ ২২৭

মল্লার

নব ঘন কানন শোভন কুঞ্জ।
বিকসিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহিঁ বনি অপরূপ রতন হিন্দোল।
তা পর বৈঠকি কিশোরী কিশোর॥
ব্রজরমণীগণ দেওত ঝঙ্কার।
গীরত জানি ধনী করতহি কোর॥
কত কত উপজল রস-পয়সঙ্গ।
গোবিন্দদাস তঁহি দেখত রঙ্গ॥ ২২৮

ভৈরবী

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেখ॥

নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহিঁ সঙ্গে ॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন-দেহা।
বরিখয়ে সবহু নয়ন ঘনমেহা ॥
পুন পুন নিরখিতে গোরা-মুখ ইন্দু।
উছলল প্রেমসুধারস-সিন্ধু ॥
জগ ভরি পূরল প্রেমতরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে ॥ ২২৯

মান

বিভাষ

এ ধনি জনি কহ কানুক সন্দেশ।
বেকত তুহারি মুখ কহই সবহু দুখ
কি ফল বচন বিশেষ ॥ ধ্রু ॥
সো ষট্ পদসম সবহু কুসুমে রম
হাম তাহে এ হেন গঙারী।
জানি তহিক সুধি আরতি পঠায়লু
তো হেন প্রাণ-পিয়ারী ॥
এ তুয় অধর ভ্রমর পয়ে দংশল
লোরে কাজর ঝরি গেল।
জানলু পন্থ ছরম জলে ধোয়স
অলক তিলক দূরে গেল ॥
নীপ-নিকুঞ্জ কণ্টক হিয়ে লাগল
ঝামর ভেলহি জ্যোতি।
গোবিন্দদাস ভণ আন করিতে আন
বিহি সঞে কিয়ে নহি হোতি ॥ ২৩০

সুহই

বায়ত নয়ন-লোরে পরিপূরত
তৈখনে সো মুখ চাহ।
দেয়ত ঘুঁঘুট পলটি পুন আওত
মান কৈছে নিরবাহ ॥
সজনি হরি সঞে সো করু মান।
যে গুণবতী ধনী ধৈরয-কাঞ্চনে
বান্ধল হৃদয় পাষাণ ॥ ধ্রু ॥
গুণি গুণি দোখ রোখ যব মানিয়ে
তৈখনে উপজয়ে হাস।
কহইতে কঠিন বচন যব সাঁচিয়ে
নিকসয়ে মধুরিম ভাষ ॥
চলইতে অনত চরণ ফিরি আওত
বিছরত মনে রহু জাগি।
নিন্দহ স্বপনে আন নহি হেরিয়ে
গোবিন্দদাস কহ ভাগি ॥ ২৩১

সুহই

উপেখল রাই জানি বর-নাগর
মান দুঃখে করল পরাণ।
ছিয়ে ছিয়ে নিলজ পরাণ নহি রাখব
মনহি করল অনুমান ॥
হেনই সময়ে সব সহচরীমণ্ডলী
ধাই আওল তছু পাশ।
রহ রহ কাহে বিমুখ ভই যায়ব
হাম সব পূরায়ব আশ ॥
শুন শুন ব্রজ যুবরাজ।
তুহু লম্পটগণ কবহু ন জোড়বি
দগধবি রমণী সমাজ ॥ ধ্রু ॥
তুহারি চরণ ধরি সাধলু কত বেরি
বৈরিক সঙ্গ তুহু ছোড়।
চন্দ্রাবলী মুখ- সুধা পরে মাতলি
বচন না শুনলি মোর ॥
উতকট শপথি করহ সখীমণ্ডলী
পুন হেন না করিব আর।
রাই হমারি তুহে অনুকূল হোয়ব
এ থির বচন কহি সার।

পুন যাই পদতল ধরি কত সাধহ
হাম সব কহব বুঝাই।
তৈখনে দ্বন্দ্বক বন্ধ সব মিটব
গোবিন্দদাস রস গাই॥ ২৩২

ধানশী

নাগর পুন যাই পদ ধরি সাধই
তবহু সদয় নহ রাই।
আকুল চিত মন ছল ছল লোচন
কাতরে সখী-মুখ চাই॥
ললিতা ললিত- বচনে কত বোলই
শুন বৃকভানু কুঙারি।
কোন পরাণে তুহু নাহ উপেখলি
কারণ বুঝই না পারি॥ ধ্রু॥
বিশাখা কহত নহত ইহ সমুচিত
সো বহুবল্লভ কান।
ফিরি যত যায়ব খোঁজি না পাওব
দগধবি হামার পরাণ॥
তুঙ্গ ভঙ্গী করি কহতহি বেরি বেরি
হাম সব নহি তুয়া কাজ।
হিত কহিতে যদি অনহিত মানসি
ঘরে বসি করহ বিরাজ॥
চিত্রা চতুরী মধুর করি বোলই
মনে রহলি তুহু মাতি।
তোহারি নাহ চরণে পড়ি কান্দই
হেরইতে বিদরয়ে ছাতি॥
সুদেবী সমুখে আসি বলে মোরা তুয়া দাসী
শুন রাই কর অবধান।
খেম অপরাধ পদে ধরি সাধহু
তেজ ধনি দারুণ মান॥
সবহু সখী মিলি করই পুটাঞ্জলি
কর পদ ধরি কত সাধে।
সখীগণ লাখ বচন তাহি বোলই
তবহু না মানই রাধে॥
মন-অনুরাগে ভরল বর-নাগর
রোই রোই চলি যাই।
আকুল নাগর অন্তর গরগর
গোবিন্দদাস রস গাই॥ ২৩৩

বালা-ধানশী

সজল পঙ্কজ-দল পদ্মিনী আলি।
পরশিতে তরসি চমকে বনমালী॥
সো তনু ছটফটি হেরি হিয়-সাধে।
লেপইতে চন্দনে লাখ হয়ে বাধে॥
শুন শুন সুন্দরি পড়লিহুঁ চরণে।
না জানি কি হয়ে তুয়া বিরহক বেদনে॥
তিলে কত মূরছি পড়য়ে পহু ভোর।
অনুখন গলয়ে নয়নে বহু লোর॥
ফুকুরি ফুকুরি ঘন রোয়ই শ্যাম।
ঘর ঘর শবদে লেই তুয়া নাম॥
তাহে বেঢ়ি রোয়ই প্রিয়সখীগণ।
বুঝি আয়লুঁ হাম তুহারি সদন॥
তুহু মানিনি অতি করসি উদাস।
কিয়ে সমুঝায়ব গোবিন্দদাস॥ ২৩৪

ধানশী

যব ধনী কানু কয়ল তহি কোর।
নব মেঘ দেখি যনু চাতক জোর॥
রসবতী রসিক শিরোমণি রায়।
মনোরথ সিধি বিধি পূরল তায়॥
নাগর-চিতে পুন আরতি বিলাস।
অনুমতি অন্তরে ধনী মৃদু হাস॥
লীলা-লাবণী আনন্দ দান।
রসিক-শিরোমণি আনন্দ-সিনান॥

দুহু রসে ভুলল দুহু করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি আনন্দে ভোর॥ ২৩

ধানশী

মাধব এক নিবেদন তোয়।
মান-বিরহ-জ্বরে তুহে অতি দগধল
মাফ করব সব মোয়॥ ধ্রু॥
তুহু যদি লাখ গোপী সঞে বিহরসি
পায়সি বহুত আনন্দ।
সো মুঝে কোটি কোটি সুখ-সম্পদ
তিল আধ না ভাবিয়ে মন্দ॥
অকপটে এক বাত মুঝে কহবি তু
না করবি চিতক ভীত।
চন্দ্রাবলী তুহে কতহু সমাদরে
কৈছন প্রেম পিরীত॥
সো যদি তুহারি গীম প্রেমভুজ দেই
বান্ধি রাখত পুন গেহ।
গোবিন্দদাস কহে তাকর পদতলে
দাসী করই মুঝে লেহ॥ ২৩৬

অক্রূর-সংবাদ

সুহই

না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আওল
তাহে হেরি কাহে জীউ কাঁপ।
তব ধরি দখিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপ॥
সজনি অকুশল শত নাহি মানি।
বিপদ লাখ তৃণহু করি না গণিয়ে
কানু-বিচ্ছেদ হয় জানি॥ ধ্রু॥
কিয়ে ঘর বাহির চিত না রহ থির
জাগরে নিঁদ নাহি ভায়।
গঢ়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গল
কিয়ে সখি করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জয়ে
সঘনে রোয়ত শুক সারী।
গোবিন্দদাস আনি সখী পুছই
কাঁহে এত বিঘনি বিথারি॥ ২৩৭

সুহই

নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যার সম
সো আওল ব্রজ-মাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহু সাজ॥
সজনি রজনী পোহাইল কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালী॥ ধ্রু॥
যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধই
বান্ধহ যামিনীনাথে।
নখতর চান্দ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে॥
কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখহ
সো রাখউ নিজ তাতে।
কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥ ২৩৮

শ্রীগান্ধার

যাহে লাগি গুরু- গঞ্জনে মন রঞ্জলু
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী বরত সমাপলু
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥
সজনি জানলু কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরাণ॥ ধ্রু॥

যো মঝু সরস সমাগম-লালস
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টককুঞ্জে জাগ নিশি বাসর
পন্থ নেহারত মোরি
যাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণী
মণিমঞ্জরী করি মান।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছনে সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমান ॥ ২৩৯

সুহিনী

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমদ নয়ান বয়ান করু ভেট ॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ ॥
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ।
জানলু কানু চলব পরদেশ ॥ ধ্রু ॥
পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়ন হেরি মুখ মোর ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন ধন্দ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজ-বন্ধ ॥
চুম্বয়ে বদনে বদনে বহু মেলি।
আনহি ভাতি রভস রস কেলি ॥
যতহু কপট কৈছে হিয়া যাহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই ॥ ২৪০

গান্ধার

কামিনী করি বিহি মোরে কি ভেল বাম।
ছোড়ি বৃন্দাবন জানমু মথুরা
যাওব সুন্দর শ্যাম ॥ ধ্রু ॥
ও মুখচন্দ্র হাস ধরাধর
ও দিঠি বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদু বচন সুধারসে পূরিত
কৈছনে বিছুরব নারী ॥
যাহ বিনু নিমিখ আধ কত যুগসম
সো অব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অব নাহি নিকসয়ে
পুন কিয়ে দরশন পাব ॥
কহইতে গোরী লোরে ভরু লোচন
মুরছি পড়ল তহি ভোর।
হা হা প্রাণরাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর ॥ ২৪১

গান্ধার

প্রাতরে তুহু চলবি মথুরাপুর
যবহু শুনল ব্রজনারী।
বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচন
মোছত উতপত বারি ॥
মাধব ভালে তুহু ব্রজ-অনুরাগী।
অব সব বল্লবী জনু বিরহানলে
কো পুন ইহ বধভাগী ॥ ধ্রু ॥
গিরিবর কুঞ্জ কুসুমময় কানন
কালিন্দী কেলি-কদম্ব।
মন্দির গোপুর নগর সরোবর
কো কাঁহা করু অবলম্ব ॥
ব্রজপতি লেই সঙ্গে চলু আকুর
সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম।
গোবিন্দদাস কহ যব ঐছন নহ
আগে চলু বলরাম ॥ ২৪২

পাহিড়া

হরি হরি কি কহব গৌর-চরিত।
অকূর অকূর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবহি পূরব পিরীত ॥ ধ্রু ॥

কাঁহা মঝু প্রাণ নাথ লেই যাওই
ডারই শোককি কূপে।
কো পুন বচন বোলে বাহি ঐছন
সব জন রহল নিচুপে॥
রোই কতখণে বোলই পুনে পুনে
তুহু সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি ভকতগণ রোয়ত
না বুঝল গোবিন্দদাস॥ ২৪৩

ধানশী

চলবহু মাথুর চলব মুরারি।
চলতহিঁ পেখলু নয়ান পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহ হেরি।
শূনহি মন্দির আয়লু ফেরি॥
দেখি সখি নিলজ জীবন মোই।
পিরীতি জানাওল অবঘন রোই॥ ধ্রু॥
সো কুসুমিত নব কুঞ্জকুটীর।
সো যমুনাজল মলয় সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক॥
এতদিন বুঝল বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত॥
তাহে অতি দুরজন আপকি পাশ।
সমতি না আওত গোবিন্দদাস॥ ২৪৪

মাথুর—বিরহ
বরাড়ী

হরি নাকি রাবে মধুপুর।
ছাড়িব গোকুলবাস জীবনে কি আর আশ
বধভাগী হইল অক্রূর॥ ধ্রু॥
ছাড়িব গোকুল-চন্দ পরাণে মরিব নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ দৈবে অনুমান করি সবে
সভার আগে মরিবেক রাধা॥
আর না শুনিব বেণু আর না দেখিব কানু
আর না করিব নাসবেশ।
এমন বেথিত থাকে কানুরে বুঝায়ে রাখে
বিধি বিনে নাহি উপদেশ॥
মথুরা-নাগরী যত তাহা কৈল পয়ব্রত
বরজ-রমণী যে অনাথ।
গোবিন্দদাস কহ হৃদয়ে এ দুখ সহ
অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ॥ ২৪৫

সুহই

সজনি মধুপুর চলব মুরারি।
এ হেন ধরম পিয়ায় কোন শিখায়ল
তেজিতে অবলা ব্রজনারী॥ ধ্রু॥
তখন আপন করি এবে ছোড়ি যায়ব
এতেক করব জানি কান।
রসে গরগর তনু কৈছনে যায়ব
মদন পহরী সমাধান॥
এ মহা বন্ধন কৈছনে কাটব
চলইতে নাহিক বাট।
নহি শীকলি তাহে প্রেম-কুলুপ গো
লাগি যৈছে পিরীতি-কপাট॥
কলি-মনোমোহন জননী সহোয়র
তাকর সবহু বিছুর।
এতহি কহিতে যব রজনী পোহায়ব
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥ ২৪৬

বরাড়ী

কতহু যতন করি প্রেম বঢ়ায়লু
প্রেম-পরশমণি কান।
সো গুণনিধি পহু জানহি দেশে রহু
অব নহি যাত পরাণ॥

সজনি হরি কিয়ে দারুণ ভেল।
ধাতা কুটীর ঐছে সুখ-সম্পদে
বিপদ লাখ করি দেল ॥ ধ্রু ॥
হেরইতে নিমিখ বৈরি করি মানিয়ে
কোরে বিচ্ছেদ করু ভোরে ॥
লহু লহু বচনে মান করি সাধই
সো সব বিছুরল মোরে ॥
সোঙরিতে যাকর ঐছে পিরীতি-রস
কঠিন খীণ মঝু দেহা।
সো সুপুরুখ-বর কৈছে দূর ভেল
গুণি গুণি সো সব লেহা ॥
তাকর পাশে হামারি ইহ দুরদশা
যৈছে না হোয়ে পরকাশ।
শুনইতে কান প্রাণ জনি তেজয়ে
কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ২৪৭

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা ॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহিল বিছুরাই ॥ ধ্রু ॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধব মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস পূর ॥ ২৪৮

ধানশী

কহিতে কহিতে ধনী মূরছিত ভেল।
ধাই যে সহচরী কোর পর নেল ॥
খরতর বহতহি হা হা হুতাশ।
কোই নলিনী-দলে করত বাতাস ॥
ঘন ঘন কাঁপই খীণ নিশাস।
সখীগণ অন্তরে পায়ল তরাস ॥
রাই জীয়াইতে করু আশোয়াস।
শ্যাম বুঝাইতে চলু গোবিন্দদাস ॥ ২৪৯

পঠমঞ্জরী

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা ॥
মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া!
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বান্ধিয়া ॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেন অবহু রহিল ॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ ॥
এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগররাজ।
কে বা নিল কিবা কৈল কে পাড়িল বাজ ॥
সো পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী ॥
চরণে ধরিতে কান্দে গোবিন্দদাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া ॥ ২৫০

তিরোতা ধানশী

পরাণপিয়া সখি হামারি পিয়া।
অবহু না আওল কুলিশ-হিয়া ॥
নখর খোয়ালু দিবস লিখি লিখি।
নয়ন আন্ধায়লু পিয়াপথ দেখি ॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল ॥

অব হাম তরুণী বুঝলু রসভাব।
হেন জন নাহি কহয়ে পিয়া-পাশ॥
বিদ্যাপতি কহে কৈছন প্রীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥ ২৫১

বরাড়ী

এই ত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া
কেনে ফুটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে বড় দুখ রহিল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে॥ ধ্রু॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলিকৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস পরিপাটির কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপনে দেখে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া কোন্‌খানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না শুনি সম্বাদ।
গোবিন্দদাস চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাঢ়ল বিরহ বিষাদ॥ ২৫২

মাথুরদূত করি গরুতহিঁ মানি।
কহবি কানুর পায় যত কিছু বাণী॥
এত কহি আওল পড়ি যাহাঁ রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই॥
অদভুত হেরনু প্রিয়সখী প্রেম।
নিজ সখীদুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম॥
পিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
ফিরায় করিয়া কত মত উপচার॥
চেতন পাইল যব করয়ে বিলাপ।
আওল বঁধু কহি দূর করে তাপ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
তুরিতহিঁ মিলব প্রেমবশ কান॥ ২৫৩

শ্রীরাগ

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভ বাণী।
শুভসূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতয়ে নিচয় করি মানি॥
শুন সজনি আজ মোর শুভ দিন ভেল।
সুখ-সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব
ঐছন গতি মতি ভেল॥ ধ্রু॥
মঙ্গল কলস পর দেই নব পল্লব
রোপহ ঠামহি ঠাম।
গ্রহগণক আনি করহ বিভূষিত
তুরিতে মিলয়ে জনু শ্যাম॥
হারিদ দাড়িম কাজল দরপণ
দধি ঘৃত রতন-প্রদীপে।
সুবরণ ভাজন লাজহি ভরি ভরি
রাখহ নয়ন-সমীপে॥
নব নব রঙ্গিণী দেউ হুলাহুলি
বসন ভূষণ করু শোভা।
প্রাণ প্রাণহরি নিজ ঘরে আওব
গোবিন্দদাস মনোলোভা॥ ২৫৪

কামোদ
দশকোশী তাল

শিশিরক শীত সমাপিল সুন্দরী
মোহন সুরত-সন্দেশে।
স্মরশর সম শর শশিকর শীকর
সহই সো তনু শেষে॥
শুন শুন শ্যাম সকল গুণবন্ত।
সুখই সম্বাদে কি সুমুখী সম্বোধব
সুখময় সময় বসন্ত॥ ধ্রু॥
শীতল সুরভিত সরস সমীরণে
সতত সন্তাপই গাতে।
স্বপনসমাগম সাধে সুধামুখী
শুতই সরসিজপাতে॥
সখিনী-সমাজ সাঁঝ সঞে সো ধনী
সগরিহু শরবরী জাগ।
সোঙরি সুলেহ সোহাগিনী সংশয়
গোবিন্দদাস দিঠি আগ॥ ২৫৫

উদ্বেগ-দশা
ধানশী

আওয়ে মধুঋতু মধুর যামিনী
কামিনীচিত চোর।
কুসুম-শায়ক জীবন গাহক
তুহু সে মধুপুরে ভোর॥
শুন হে নিরদয় হৃদয় মাধব
সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহজ্বরে জ্বরি কনয়ামঞ্জরী
রহল রূপক ছাই॥
অঙ্গ ছটফটি কৈছে মেটব
তপত সহচরী অঙ্গ।
নয়ন-পঙ্কজ জোরে ঝর ঝর
লোরে মহী করু পঙ্ক॥
তো বিনু কিশলয় শয়ন জীবন
বিফল ভেল মণিমন্ত।
দাস গোবিন্দ এ রস-গাহক
ভাওয়ে রায় বসন্ত॥ ২৫৬

তিরোতা

ফাগুনে গণইতে গুণগণ তোর।
ফুটি কুসুমিত ভেল কানন ওর॥
ফুল ধনু সেই কুসুম-শর সাজ।
ফুকরি রোয়ে ধনী পরিহরি লাজ॥
ফুকরি কহু হরি ইথে নাহি ছন্দ।
ফেরি না হেরবি রাই মুখ-চন্দ॥
ফোরল তুহু কর মরকত বলই।
ফারল নয়ন সঘন জল খলই॥
ফুয়ল কবরী সম্বরি নাহি বান্ধে।
ফণি-পতি-দমন বলি ঘন কান্দে॥
টুটল হৃদয় নিদারণ লেহ।
ফুতকারহি ধনী তেজব দেহ॥
ফেরি না হেরবি সহচরীবৃন্দ।
ফলব কি না বুঝল দাস গোবিন্দ॥ ২৫৭

ধানশী

তৈখনে সাজল সখী দুই চারি।
তুরিতহি ভেটল রসিক মুরারি॥
দূতীকে পুছল ব্রজ-কুশলকি বাত।
কৈছল নন্দ-যশোমতী মাত॥
কৈছনে কাননে চরিতহি ধেনু।
কৈছনে সখাগণ পুরতহি বেণু॥
কৈছনে আছয়ে ব্রজকুল-নারী।
কৈছনে আছয়ে কিশোরী হামারি॥
কৈছনে যমুনা উথলই নীর।
কৈছনে সারীশুক বোলতহি ধীর॥

এহ সব পুছইতে গদ গদ ভাষ।
মূরছ পড়ল তহি—গোবিন্দদাস॥ ২৫৮

ধানশী

শুন মাধব তুহু সে রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল দো-কুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর॥ ধ্রু॥
যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সঘনে উঠিতে নাহি পারে।
সখাগণ ধেনু বেণু বেণু নাহি পূরত
বিছুরল নগর বাজারে॥
কুসুম তেজি অলি ভূতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক মউরী না নাচত
কোকিল না করু তহি গান॥
বিরহিণী-বিরহ যে কি কহব মাধব
দশ দিশে বিরহ-হুতাশ।
সোই যমুনা-জলে অনল অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস॥ ২৫৯

মোহ-দশা

সুহই

মদন-মোহন মুরতি মাধব
মধুর মধুপুর তোই।
মুগধ মাধবী মানি মানদ
মিছাই মারগ জোই॥
মিলল মধুঋতু মল্লিকা মুকুলিত
মঞ্জু মাধবী-কুঞ্জ।
মেলি মধুকরী মুখর মধুকর
মাতি মধু পিব গুঞ্জ॥
মিহিরজা মৃদু মন্দ মারুত
মানই মনসিজ সাঁতি
মসৃণ মলয়জ মূরছি মানিনী
মহী মাহা গড়ি যাতি॥
মহামণিময় মহীক মণ্ডলে
মলিন মুখ অরবিন্দ।
মরমে মৃগয়তি মুদিয়া মনোহর
মোহিত দাস গোবিন্দ॥ ২৬০

ধানশী

একে বিরহানল দহই কলেবর
তাহে পুন তপনকি তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু ননীক পুতলি জনু
হের সখী করু পরলাপ॥
মাধব পেখলু সো বররমণী।
দিনে দিনে ক্ষীণ হীন তনু-আভরণ
গলি গলি মিলত ধরণী॥ ধ্রু॥
ঋতু বসন্ত অন্ত করি আওল
গীরিষ কাল দুরন্ত।
দারুণ জীবন আগে নাহি যাওত
হেরত এ তুয়া পন্থ॥
কত পরবোধি গোঙায় সহচরী
জ্যৈষ্ঠ মাস বহি গেল।
গোবিন্দদাস কতয়ে সম্বাদব
অগতি অনি মঝু ভেল॥ ২৬১

বরাড়ী

করতলে বদন-চাঁদ রহ থির।
অহনিশি লোচনে বহুতহিঁ নীর
বিগলিত নিঁদ বহই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন নৈরাশ॥
যো হরি অবহু অবধি রহি যাই
দেখল সো ধনী বিরহিণী রাই॥ ধ্রু

কমলিনী কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই॥
শতগুণ মদনদহন তাহে ভেল।
সো তনুপরশে ভসম ভই গেল॥
চন্দন পরশে চমকি ধনী উঠই।
হিমকরকিরণে অবশ মহী লুটই॥
গোবিন্দদাস কহ নিরদয় কান।
এত পরমাদ তুহু জানিয়া না জান॥ ২৬২

দেশাগ রাগ

কাননে কামিনী কোই না যায়।
কালিন্দী-কুল কলপতরুছায়॥
কুঞ্জকুটীর মাহা কান্দই কোই।
করে শির হানই কুন্তল ফোই॥
নলিনী নাগরীগণ নাশল লেহ।
নবীন নিদাঘে না জীবই দেহ॥
নবীননিন্দিত নব নব বালা।
লাগল বিরহ-হুতাশন জ্বালা॥
গলত গাত গীরত মহী মাহ।
গুরুতর গীরিষ অধিক ভেল তাহ॥
গোকুলে গোপরমণী অছু ভেল।
গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল॥ ২৬৩

ধানশী

পরখি পেখলু পুরুষোত্তম
পুরুষ পাহুন জাতি।
পিয়ারী পামরী পিরীতি পাবকে
পৈঠে পতঁকভাতি।
পৌরপুণ্যবতী পহিলে পরিচয়
প্রাণ পহু তুহুঁ ভোরি॥
প্রেম পরবশ পূরব প্রেয়সী
পহু পেখই তোরি॥
প্রচুর পরিমল পঙ্ক পঙ্কজ
পরশে পীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয়সখী পায়ে পুন পুন
প্রখর পাঁচশর ঘাত॥
পাপ পাউথ পবন পিয়াসিত
পিপিহা পিউ পিউ ভাষ।
পুন কি পাওব পরম প্রিয়তম
পুছত গোবিন্দদাস॥ ২৬৪

মল্লার

ঝর ঝর জলধরধার।
কঞ্ঝা পরন বিথার॥
ঝলকত দামিনীমালা।
ঝামরী ভৈ গেল বালা॥
ঝুট কি কহব কানাই।
ঝরত তুয়া বিনু রাই॥
ঝন ঝন বজর নিসান।
ঝাঁপি রহত তুই কান॥
ঝিঞ্ঝি ঝঙ্করু রাতি।
ঝঙ্ক সহন না যাতি॥
ঝুমরি দাদুরী বোল।
ঝুলত মদনহিলোল॥
ঝটকি চলত ধনী পাশ।
ঝগড়ত গোবিন্দদাস॥ ২৬৫

দ্বাদশমাস বর্ণন

পাহিড় ধানশী, কন্দর্প তাল

আঘণ মাস রাস-রসসায়র
নাগর মাথুর গেল।
পুররঙ্গিণীগণ পুরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল॥

আওল পৌষ তুষারসমীরণ
হিমকর-হিম অনিবার।
নাগরীকোরে ভোরি রহু নাগর
করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ কৌন পাতিয়ায়ব
আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণিতাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু সবনহুতাশ॥
ফাগুনে গুণি গুণি গুণমণি গুণগণ
ফাগুয়া খেলন-রঙ্গ।
বিরহপয়োধি অবধি নাহি পাইয়ে
দুস্তর মদনতরঙ্গ॥
আওত চৈত চিত কত বারব
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুলশরে হানই
কানু রহল দূরদেশ॥
মাধব মাস মাধ বিধি বাধল
পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিণ পবন নাহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
জৈঠহি মিঠ কহত সব রঙ্গিণী
চন্দন চান্দনী রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত
দারুণ মনমথ সাথী॥
মাঘ আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদপাঁতি।
নীরদ মূরতি নয়ানে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥
মাস শাঙন গগনে ঘন গরজন
উনমতি দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী
জীবন কণ্ঠহি লোল॥
ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকরনিকরে থির নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ॥
আশিন মাসে বিকশিত পদ্মিনী
সারস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
কাতিক মাস নিরাশ করল বিধি
লীলা রসময় বাস।
নিকরুণ মাধব কৌন পাতিয়ায়ব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ২৬৬

প্রেম-বৈচিত্র্য

সুহই

ঘুমে আলপয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥
জাগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান।
সো রস পরশ খ্যান করি মান॥
এ হরি তো সঞে রহত বিচ্ছেদ।
বিপরীত চরিত বাঢ়ায়সি খেদ॥
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনই জীউ উতরোল॥
পুন উৎকণ্ঠিত করইতে কোল।
দূরে রহু পরশ দরশ ভয়ে ভোর॥
ঐছন নিতি নিতি কত অনুতাপ।
পর সমুঝায়ত এহ বড় তাপ॥
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ।
যত এ পিরীতি তত এ পরমাদ॥ ২৬৭

শ্রীরাগ

এক দিবস হাম মথুরা সমাগম
পন্থহি দরশন ভেল।
তোহারি চরিত কত পুন পুন পুছত
লোরে নয়ান ভরি গেল॥
সুন্দরি সুপুরুখ বিদগধ সোয়।
কানুক হৃদয় সবহু হাম বুঝলু
তিলেক না বিছুরল তোয়॥ ধ্রু॥
পীত নিচোলে নয়নযুগ মোছই
ফুকরি ফুকরি কত রোয়।
উর পর পাণি হানি ক্ষিতি লুঠই
পুন পুন মুরছিত হোয়॥
তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত
অতয়ে বুঝিনু অনুমানে
মোহে বিছুরল বলি কতহু না রোয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণে॥ ২৬৮

মল্লার

কি কহব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গুণি গুণি দশমী দশশ্রমী
দুরবল ভেল নিজ দেহা॥ ধ্রু॥
মাধব তুহু যব আওলি মধুপুর
রাইক অথির পরাণ।
কানু কানু করি ফুকরই সুন্দরী
দিন রজনী নাহি জান॥
অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ গীমক হার।
চাঁদকলা সম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল
হাস শ্বাস ভেল সার॥
ঐছন বচন শুনল যব মাধব
চলইতে পদযুগ কাঁপি।
প্রেমভরে পন্থ বিপথ নাহি দরশই
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল যব মাধব
তুরিতহি রাইক পাশ
কানুক হৃদয় নিগড় ভুজবন্ধন
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ২৬৯

সিন্ধুড়া

কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখী
কুসুমিত কানন যোই।
কুঞ্জকুটীরে কলাবতী কাতর
কানু কানু করি রোই॥
কি কহব কিতব কত যে কুলকামিনী
কঠিন কুসুমশর সহই।
করহি কপোল কণ্ঠ কর কুঞ্চিত
কালিন্দীকূলমে রহই॥
কর-কেয়ুর কটি কিঙ্কিনী কঙ্কণ
কাঢ়ল কণ্ঠহি মালা।
কো জানে কুচতটে কোন কামায়ল
কাঁজর কালিম হারা॥
কেবল কান্ত কথা কহি কান্দয়ে
কানু-কলঙ্কিনী গোরী।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানয়ে
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥ ২৭০

ধানশী

যামিনী জাগি জাগি জগজীবন
জপতহি যদুপতি নাম।
যাম যামযুগ তৈছন জানত
জরজর জীবন জান॥
ঝরত গৌর কিশোর
ঝাকত ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচন
ঝুরি পূরব রসে ভোর॥ ধ্রু॥
চম্পকগোর চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভকতগণ চাহ।

চলইতে চরণে চলই নাহি পারই
চকিতহি চেতন চোরাহ ॥
ছল ছল নয়ন ছাপি করযুগল
ছোড়ল রজনীক নিন্দ
ছোড়ব নাহি কবহুঁ ছন্দ ঐছন
কহতহিঁ দাস গোবিন্দ ॥ ২৭১

বরাড়ী

নন্দ-নন্দন নিচয়ে নিরখলু
নিঠুর নাগরজাতি।
নারী নিলজ লেহ নিরমিত
নাহি নামে মিলাতি ॥ ধ্রু ॥
না রহ নিরুপম নিলয় নিচলহি
নিন্দই নীরজশেজ।
নিভৃত নীপ- নিকুঞ্জে নিবসই
না সহে হিমকর-তেজ ॥
নয়ননীরদে নীর নিঝরই
নিদ নাহ তহি থোর।
নিরসি নূপুর নিয়ড়ে নিকসই
না ধরে নিরমল চোল ॥
নাহ ত নিকরুণ নিতি নৌতুন
নাগর নাগরী হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদন নবীন নিরজন
দাস গোবিন্দ তোরি ॥ ২৭২

শ্রীগান্ধার

নিশি দিশি জাগরী, মধুপুরনাগরী,
বেশ পসারিল অঙ্গে।
তুহু সুপুরুখবর, সময় গোঙায়সি
নব নব রসপরসঙ্গে ॥
মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছই আবধিদিন, গণি কত রাখব,
ব্রজবধূ জীবন শেল ॥ ধ্রু ॥
কোই ধরণীতল, কোই যমুনাজল,
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জে।
এত দিনে বিরহে, মরণ পথ পেখলু,
তোহে তিরিবধ পুণ পুঞ্জে ॥
তাপত সরোবরে, থোরি সলিল জনু,
আকুল সফরী পরাণ।
জীবন মরণ, মরণ বর জীবন,
গোবিন্দদাস দুখ জান ॥ ২৭৩

বরাড়ী

অঙ্গে অনঙ্গজ্বর, মরমে বিষমশর,
কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ান, নয়ান ঝরু নীঝর,
কুচযুগে কাঁজরহারা।
মাধব তুহু মধুপুর দূর দেশ।
ও অবলা চির, বিরহ বেয়াধিনী,
দশমীদশা পরবেশ ॥ ধ্রু ॥
বিগলিত কম্বু, বলয়া করকিশলয়,
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা।
কো জানে কাঁতি, তবহি নাহি ছুটত,
জনু অবধিক শশিরেহা।
তনু মন জোরি, গোরী তোহেঁ সোপল,
কনয়জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভণি, কনয়া বিতনে মণি,
কবহু না হৃদয়ে সাজ ॥ ২৭৪

সুহই

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥
জনমে জনমে হউ সেই পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগি মুঞি এই বর সার ॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ ॥
গোবিন্দদাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমারি প্রাণহরি ॥ ২৭৫

সুহই

অপরূপ হেমমণিভাস।
অখিল ভুবনে পরকাশ॥
চৌদিকে পারিষদতারা।
দূরে করু কোল আন্ধিয়ারা॥
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ।
উয়ল নবদ্বীপমাঝ॥
পুলকিত স্থির গরজাতি।
প্রেম অমিয়ারসে মাতি॥
কেহো বিধুমণি সম কান্দে।
কেহো হাসে কুমুদিনীছান্দে॥
কেহো কেহো ভকতচকোর।
নারী পুরুষে দেই কোর॥
গোবিন্দদাস চকোর।
রুচি নব লাগি বিভোর॥ ২৭৬

মল্লার

নাচে গোরা প্রেমে ভোরা
ঘন ঘন বলে হরি।
খেণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ
খেণে খেণে প্রাণেশ্বরি॥
যাবকবরণ, কটির সদন,
শোভা করে গোরা গায়।
কখন কখন, যমুনা বলিয়া,
সুরধুনীতীরে ধায়॥
তাতা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজাই,
ঝন ঝন করতাল।
নয়ান অম্বুজে, বহে সুরধুনী,
গলে দোলে বনমাল॥
আনন্দকন্দ গৌরচন্দ্র
অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দদাস, করত আশ,
ও পদপঙ্কজছায়া॥ ২৭৭

গান্ধার

ভাবে ভরল হেন তনু অনুপাম রে,
অহনিশি নিজ রসে ভোর।
নয়নযুগলে প্রেম, জলে ঝর ঝর রে
ভুজ তুলি হরি হরি বোল॥
নাচত গৌর কিশোর মোর পহুঁ রে,
অভিনব নবদ্বীপচাঁদ॥ ধ্রু॥
জিতল নীপ ফুল, পুলকমুকুল রে,
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গর গর, চলই খলই রে,
গোবিন্দদাস বলিহারি॥ ২৭৮

সুহই

পুলক পূরল তনু নিজ গুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গরগর লোটই ধরণী॥
খেণে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ লোটাইয়া।
গদাধর-মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া॥
খেণে মালসাট মারে খেণে বলে হরি।
রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকুরি ফুকুরি॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরয ধরিতে নারে গোবিন্দদাস॥ ২৭৯

বিহাগড়া

বিনোদ ফুলের, বিনোদ মালা,
বিনোদ গলে দোলে।
কোন্ বিনোদিনী, গাঁথিল মালা,
বিনোদ বিনোদ ফুলে॥
লাখবাণ কাঁচা, কাঞ্চন আনিয়া,
মিলাইয়া বিনোদসমূহে।
বিহি অতি বিদগধ, আমিয়ার সাচে ভরি,
নিরমল গৌরসুদেহে॥
সজনি ইহ অপরূপ গোরারাজে।
রসময় জলনিধি, মাঝে নিতি মাজল,
সাজল লাবণী সাজে॥ ধ্রু॥

কোটি কোটি কিয়ে, শরদসুধাকর,
নিরমঞ্ছল মুখচাঁদে।
জগমন মথন, সঘন রতিনায়ক,
নাগর হেরি হেরি কাঁদে॥
ঝলমল অঙ্গ, কিরণ মণি দেবগণ,
দীপ দীপিতি করু শোভা।
অতয়ে সে নিতিনিতি, গোবিন্দদাস মনে
লাগল লোচনশোভা॥ ২৮০

ভূপালী

ও তনু সুন্দর গৌর কিশোর।
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেমরোল॥
জানুলম্বিত ভুজ তাহে বনমাল।
তহি অলি গুঞ্জই শব্দ রসাল॥
লোল বিলোকনে নয়নহি লোর।
রসবতীহৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর॥
পুলকপটলবলয়িত শ্রীঅঙ্গ।
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরীতরঙ্গ।
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌরচরণনখকিরণ ঘটায়॥ ২৮১

সুহই

শুন শুন সই গৌরাঙ্গচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি কহিলে থাকরি
এ বড় মরমে ব্যথা॥ ধ্রু॥
সুরধুনীতরে গৌরাঙ্গ সুন্দর,
সিনান করয়ে নীতি।
কুলবধুগণ নিমগন মন,
ডুবিল সতীর মতি॥
ঢল ঢল কাঁচা সোনার বরণ,
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি, আউদড় কেশে,
রহই পরশ আশে॥
আধা কুণ্ডল লোটন পিঠে
সোনার কুণ্ডল কানে।
মুখ মনোহর বুক পরিসর,
কেনা কৈল নিরমাণে॥
সজল বসন নিতম্ব লম্বন,
আই কি হেরিনু যে।
কামের পটে রতির বিলাস
কহি মূরছিল সে॥
সিংহের শাবক জিনিয়া মাঝা
উলটি কদলী উরু।
গোবিন্দদাস কহই বিষম
কামের কামান ভুরু॥ ২৮২

মল্লার

কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলকপাঁতি॥
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচন চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তহিঁ বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণায় কা বিহি মিলাইল আনি॥
জপিয়া জপায় মধুর নিজ নাম।
গাইয়া গাওয়ায়ে আপন গুণগান॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখলু ঐছন পরবন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নরনারী।
গোবিন্দদাস কহে যাউঁ বলি হারি॥ ২৮৩

কামোদ

নন্দনন্দন চন্দ্রচন্দন
গন্ধ নিন্দিহ অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বুকন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল গোপ গোকুল
কুলজা কামিনী কান্ত।

কুসুমরঞ্জন মঞ্জুবঞ্জুল
কুঞ্জমন্দিরে সন্ত ॥
গণ্ডমণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড় চূড় শিখণ্ড।
কেলিতাণ্ডব তালপণ্ডিত
বাহুদণ্ডিতদণ্ড ॥
কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণরোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ-কিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস ॥ ২৮৪

সারঙ্গ

কুসুমিত কুঞ্জ কলপতরু কানন
মণিময় মন্দিরমাঝ।
রাসবিলাস কলা উতকণ্ঠিত
মনমোহন নটরাজ ॥
গিরিবর-কন্দরে সুন্দর শ্যাম।
মোতিম হার বিরাজিত কন্ধর
কুঞ্জর গতি অনুপাম ॥ ধ্রু ॥
বহুবিধ বৈদগধি বিনোদ বিশারদ
বেণু বোলায়ত মন্দ।
কুঞ্জরগমনী রমণীগণ যাওত
বিগলিত নীবি-নিবন্ধ ॥
কামিনীকর কিশলয় বলয়াঙ্কিত
রাতুল পদ-অরবিন্দ।
রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ ॥ ২৮৫

বরাড়ী

মুদিত মরকত মধুম মুরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লিকা মালতী মালে মধুমত
মধুপ মনমথ ফান্দ ॥

শ্যাম সুন্দর সুগড় শেখর
শরদশশধর হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সমরস
সতত সুখময় ভাষ ॥ ধ্রু ॥
চিকণ চাঁচর চিকুরচুম্বিত
চারুচন্দ্রক পাঁতি।
চপলচমকিত চকিত চাহনি
চিতচোরক ভাতি ॥
গিরিক গৈরিক গোরজ গোরোচন
গন্ধগরভিত বাস।
গোপ গোপন গরিম গুণগুণ
গাওত গোবিন্দদাস ॥ ২৮৬

মালশ্রী

জয়তি জয় বৃষ- ভানুনন্দিনী
শ্যামমোহিনী রাধিকে।
কনয়াশতবাণ কান্তিকলেবর
কিরণজিতকমলাধিকে ॥
সহজেই ভঙ্গী বিজুরী কত জিনি
কাম শত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণী বনি বেণী লম্বিত
কবরী মালতী সহিতে ॥
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন অঞ্জন
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি
বিজুরী কত শত ঝলকিতে ॥
রতনমন্দির মাঝে সুন্দরী
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ প্রেমসাগরে
সেই চরণ সমাধিয়া ॥ ২৮৭

বিভাষ

নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।

রতিরস আলসে শুতি রহল তুহুঁ
তুরিতহি দেহ জাগাই ॥
তুরিতহি করহ পয়াণ।
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে
যব নাহি হোত বিহান ॥ ধ্রু ॥
শারী শুক পিক সকল পক্ষিগণ
সুস্বরে দেহ জাগাই।
জটিলা গমন সবহু মেলি ভাখই
শুনইতে চমকই রাই ॥
বৃন্দা-বচনে সকল পক্ষিগণ
মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠারই
হেরত গোবিন্দদাস ॥ ২৮৮

ললিত

সময় জানি সখী মিলল রাই।
আনন্দে মগন ভেল তুহু মুখ চাই ॥
তুহু জন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিক চান্দ হেরি রহি গেল ॥
নীলগিরি বেঢ়ি কিয়ে কনকের মাল।
গৌরীমুখ সুন্দর ঝলকে রসাল ॥
বানরী রব দেখ কক্খটী বাদ।
গোবিন্দদাস কহ শুনি পরমাদ ॥ ২৮৯

বিভাষ

গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান।
গৃহী নিজ কাজ সমাপনে যান ॥
কোই সখী দধিমন্থন করু তাহি।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি ॥
কোই সখী গুরুজন সেবন কেল।
কনককুম্ভ লই কোই চলি গেল ॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বিহার ॥
নীতি নীতি ঐছন করতহি রীত।
গোবিন্দদাস কহ অনুপ চরিত ॥ ২৯০

বেলোয়ার

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি।
হেরি সখীগণ দেই করতালি ॥
চলইতে চরণ পড়য়ে তিন বঙ্ক।
ভাওয়ে করি লাঞ্ছিত কালিন্দীপঙ্ক ॥
কহই বদনে করত কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ ॥
ভোজন-সরবস অনুবন্ধ।
অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ্ব ॥
মধু-গুড়-লোভিত বাউলচিত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত ॥
কতিহু না পেখিয়ে ঐছন চালি।
করইতে প্রীত দেই দেশ গালি ॥
গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণগাম।
দ্বিজ-পায়ে করল লাখ পরণাম ॥ ২৯১

মায়ূর

রাধা-বদন- চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামক নয়ন-চকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু ধবলী ধাওত
বাছুরী কোরে অগোর ॥
শূন্যহি দোহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলী করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজনারী ॥ ধ্রু ॥
লাজহিঁ লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুন সেই ছান্দন ডোর।
ধবলীক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল
গোবিন্দদাস পহু হেরি ভোর ॥ ২৯২

মায়ূর

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে ॥
চাঁদ চকোর জনু পায়লু রে।
রাই প্রেমভরে ভাসল রে ॥

মূরছি অবনীতলে পড়লহি রে।
অরুণিত লোচন ঢর ঢর রে॥
করে পহু কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে॥
দুহু মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে॥ ২৯৩

ভূপালী

কানুক দরশন ভেল।
সহচরী তুরিতহিঁ গেল॥
কানুক কথন শুনি ভোরি।
বেশ বনায়লি গোরী॥
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গ।
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ॥
নব নব নাগরী বালা।
যৈছন চান্দকি মালা॥
যাওত কত কত তানে।
কত রস কর তহি গানে॥
রসিক রমণী রসভাষ।
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস॥ ২৯৪

বরাড়ী

নাহি উঠল তীরে সবহু সখীগণ
নাগরী নাগর রায়।
বসন নিচোড়ি মোছই সব তনু
নব নব বেশ বানায়॥
বিনোদিনী বেশ করত বরকান।
চিকুর নিঙড়ি কবরী পুন বান্ধল
অলক তিলক নিরমাণ॥ ধ্রু॥
সীঁথ বনাইয়া উরুপর লেখই
মৃগমদচিত্র নিশান।
রতিজয়রেখ চরণযুগ লেখই
আর কত বেশ বনান॥
কতহু যতন করি বসন পরায়ল
নূপুর দেয়ল রঙ্গে।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
মুরছায় কতহুঁ অনঙ্গে॥ ২৯৫

বরাড়ী

রতন-থালী ভরি চিনি কদলী সর
আনলি রসবতী রাই॥
শীতল কুঞ্জতল সুগন্ধ সুপরিমল
বৈঠল নাগর যাই॥
ভোজন করু ব্রজরায়।
বাসিত বারি সুকর্পূর তাম্বুল
সখীগণ দেওত বাড়ায়॥ ধ্রু॥
অগোর চন্দন শ্যাম-অঙ্গে লেপন
বীজই কুসুমক বায়।
সখীগণ সঙ্গে বিহার করত দুহু
গোবিন্দদাস বলি যায়॥ ২৯৬

সুহই

অপরূপ মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স অনুপাম॥ ধ্রু॥
সভাজন মাঝে বৈঠল দোন ভাই।
সকল সভাজন চিত চোরাই॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদ-বদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়নযুগল নীলকমল সমান।
হেরইতে যুবতীর অথির পরাণ॥
তিলক বিরাজিত ভঙ্গ বিভঙ্গ।
ফুলধনু করে লই মুরছে অনঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস॥ ২৯৭

কামোদ

রতিরস-অবশ অলস অতি ঘূর্ণিত
শুতলি;নিভৃত-নিকুঞ্জে।

মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরীগণ ঝঙ্কর
বিকসিত ফল-ফুল-পুঞ্জে ॥
বিনোদিনী মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কনক-লতাবলী
দুহু রূপ অতি উজোর ॥ ধ্রু ॥
ভুজে ভুজে ছন্দ কন্ধ করি সুন্দরী
শ্যামর কোরে ঘুমায়
রতিরস-আলসে দুহু তনু ঢর ঢর
প্রিয়সখী চামর ঢুলায়
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুজন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি
সহচরী গোবিন্দদাস ॥ ২৯৮

বিভাষ

হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মোছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলক দেই সাথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি ॥
সিন্দুর দেয়ল সাঁথে।
কতহু যতন করি উরপর লেখই
মৃগমদচিত্রক পাঁতে ॥ ধ্রু ॥
মণিমঞ্জীর চরণে পরায়লি
উর পর দেওল হার।
কপূর তাম্বুল, বদন ভরি দেওলি
নিছনি তনু আপনার ॥
নয়নক অঞ্জন করলক সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদবিন্দ।
চরণকমলতলে যাবক লেখই
কি কহব দাস গোবিন্দ ॥ ২৯৯

ললিত

চলল হি মন্দিরে নওল কিশোরী।
হেরইতে হরিমুখ, অলস বিলোকনে,
চেতনরতন চোরায়লি গোরী ॥
ঝামর বদন, কানু ঘন চুম্বনে,
পাতর ধূসর শশধর-কাঁতি।
চম্পকমালে, ললিতকরে বারই,
পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি ॥
বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত,
নবপদ-মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীতবসন লই, চমকি তনু কাঁপই,
রস-আবেশে চলু চলই না পারি ॥
লহু লহু হাস, সম্ভাষই সহচরী,
সচকিত নয়নহি দশ দিশ চাই।
গোবিন্দদাস, কহ জনি জানয়ে,
গুরুজন চলহ তুরিতে ঘরে যাই ॥ ৩০০

বিভাষ

রজনী প্রভাতে, চলল বররঙ্গিণী,
নদী অবগাহন রঙ্গে।
বাসিত তৈল, হলদি লই ধাইল,
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে ॥
গজবর গতি জিনি, গমন গতি মন্থর,
চাঁদ জিনিয়া মুখজ্যোতি।
কবরী বিরাজিত, মণিময় সুরঞ্জিত,
সাঁথে উজোরল মতি ॥
নীলবসন মণি, বলয়া বিরাজিত
উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
শ্রবণক টাট, মণিময় হাটক,
কণ্ঠে বিরাজিত হার ॥
চরণ কমল-সম, রাতুল অতুল,
ঝন ঝন নূপুর বাজ।
গোবিন্দদাস কহ, ও রূপ হেরইতে,
ভুলল বিদগধরাজ ॥ ৩০১

ভূপালী

কানন-কুঞ্জে কুসুম পরকাশ
শারী-শুক-পিক মধুরিম-ভাষ ॥

গুঞ্জত ভ্রমর ভ্রমরী উতরোল।
মধুলোভে মাতল আনন্দে ভোল ॥
তহি গমন করু বিদগধরাজ।
রণঝন কিঙ্কিণী নূপুর বাজ ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত-নিকুঞ্জে।
শেজ বিছায়ল কিশলয়পুঞ্জে ॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহু না সুন্দরী করল পয়াণ ॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিকে হেরত গোবিন্দদাস ॥ ৩০২

গান্ধার

রাধা মাধব তুহু তনু মিলল
উপজল অনঙ্গকন্দ।
কনক-লতায় তমাল জনু বেঢ়ল
রাহু গরাসল চন্দ ॥
যৈছনে কমলে ভ্রমরা রহু মাতি।
জলদে বেঢ়ল জনু তড়িত লতাবলি
রতি-পতি বিদরয়ে ছাতি ॥
নীলমণি রতন কাঞ্চনে জনু বেঢ়ল
ঝালর ভেল মুখ জ্যোতি।
শ্রমভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চোয়ত
যৈছন জলদে বিথারল মোতি ॥
নারী পুরুষ তুহু লখই পা পারিয়ে
অপরূপ তুহু জন রঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহ নিতি নিতি ঐছন
উপজয়ে রস-পরসঙ্গ ॥ ৩০৩

ভাটিয়ারী

সখীগণ মেলি কয়ল জয়কার।
শ্যামর অঙ্গে দেওল ফুলহার ॥
নিজ মন্দিরে ধনী কয়ল শয়ান।
বন মাহা গমন করল বর-কান ॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী।
মণিময় ভূষণ অঙ্গে উজোরি ॥
শঙ্খশব্দ ঘন জয় জয় জয়কার।
সুন্দর বদন কবরী কুচভার ॥
হেরি মদন কত পরাভব পান।
গোবিন্দদাস তুহুঁক রস গান ॥ ৩০৪

প্রার্থনা

পাহিড়া

হরি হরি বড় দুঃখ রহল মরমে।
গোরাকীর্ত্তন-রসে জগজন মাত
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥ ধ্রু ॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই শচী-সুত হৈল সে
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারি
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কো
না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়-বিষে সতত মজিয়া কৈ
মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার ॥
এমন দয়াল দাতা আর পাইব কো
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দদাস কয় অনলে পড়িনু
সহজেই আত্মঘাত হৈনু ॥ ৩০৫

—সমাপ্ত—